Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামে নারীর ভূমিকা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দিন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

হাফিজা আক্তার বেবী

রোলঃ 227020052

১৬ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামে নারীর ভূমিকা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দিন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

হাফিজা আক্তার বেবী

রোলঃ 227020052

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "ইসলামে নারীর ভূমিকা" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে হাফিজা আক্তার বেবী, আইডিঃ 227020052 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দিন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ ইসলামে নারীর ভূমিকা ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দিন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Hafiza Akter Baby

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

১৬ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

হাফিজা আক্তার বেবী

আইডিঃ 227020052

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা..........5
কুরআনে মহীয়ষী নারী..........7
হাদিসে নারী..........14
ইসলামের শুরুতে নারীর ভূমিকা..........31
হিজরতে নারীর ভূমিকা..........35
ইসলামের বিজয়ে নারীর ভূমিকা..........38
সমাজের শালীনতা রক্ষায় নারীর ভূমিকা..........43
ইসলামিক জ্ঞানে নারীর ভূমিকা..........47
পরিবার গঠনে নারীর ভূমিকা..........49
সমাজ গঠনে নারীর ভূমিকা..........53
ইসলামের দাওয়াহ প্রচারে নারীর ভূমিকা..........55
প্রশ্ন ও উত্তর..........57

ভূমিকা

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান। সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যতগুলো জীবন বিধান আসবে, সেসবের মধ্যে ইসলামিক জীবন বিধানই হচ্ছে সবচেয়ে আধুনিক। এই আধুনিক জীবন ব্যবস্থায় সৃষ্টির সেরা জীব বা আশরাফুল মাখলুকাত হচ্ছে মানুষ। ইসলামে নারী পুরুষ উভয়ই সমান গুরুত্বপূর্ণ হলেও নারীকে দেয়া হয়েছে একটি অনন্য অবস্থান।

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন -
وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰي وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا
পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে সৎকাজ করবে আর সে ঈমানদারও বটে, তাহলে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের প্রতি তিল পরিমাণও অন্যায় করা হবে না।
সূরা আন নিসা, আয়াত ১২৪

এই আয়াত থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, আল্লাহর নিকট ঈমানদার নারী ও পুরুষ উভয়ই সমান গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাবান। আল্লাহ কাউকেই তাদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করবেন না।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,
وَوَصَّيۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيۡهِ حَمَلَتۡهُ أُمُّهُۥ وَهۡنًا عَلَىٰ وَهۡنٖ وَفِصَٰلُهُۥ فِي عَامَيۡنِ أَنِ ٱشۡكُرۡ لِي وَلِوَٰلِدَيۡكَ إِلَيَّ ٱلۡمَصِيرُ ١٤
আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে গর্ভে ধারণ করে। তার দুধ ছাড়ানো হয় দু'বছরে, (নির্দেশ দিচ্ছি) যে, আমার প্রতি ও তোমার পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। (তোমাদের সকলের) প্রত্যাবর্তন তো আমারই কাছে।
- সূরা আল লুকমান (৩১:১৪)

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা পিতা মাতা উভয়কেই সমান মর্যাদা দেওয়ার নির্দেশের পাশাপাশি, মাতা কর্তৃক সন্তানকে দুধ পান করানো সম্পর্কে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেছেন এবং উভয়ের প্রতি কৃতজ্ঞ হবার নির্দেশ দিয়েছেন।

ইসলামিক জীবন বিধানে নারীকে দেওয়া হয়েছে বিশেষ মর্যাদা ও সম্মান। নারীদের জীবন ব্যবস্থা কেমন হবে তা নিয়ে কুরআন ও হাদিসে এসেছে বিস্তৃত আলোচনা। নারীর ইবাদাত, শিক্ষা, পর্দা, বিবাহ, শালীনতা, অধিকার, সম্পত্তির বন্টন থেকে শুরু করে একজন নারীর জীবনের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যা যা নিয়ম - শৃঙ্খলা মেনে চলা উচিত তা নিয়ে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা দেয়া আছে ইসলামিক জীবন বিধানে।

নারীদের ইসলামিক জীবন বিধান কেমন হবে এবং হওয়া উচিত তা আমরা নারী সাহাবীদের জীবনী থেকে ধারণা পেতে পারি এবং এই জীবন বিধান যে খুব কঠিন বা কঠোর কোন জীবন বিধান নয় সেটা আমরা তাদের জীবন নির্বাহ পর্যবেক্ষন করলেই বুঝতে পারি।

ইসলামে নারীকে দেয়া হয়েছে বিশেষ সম্মান ও মর্যাদা। ইসলাম নারীর জীবন যাপনের জন্য যেসকল দিকনির্দেশনা দিয়েছে তা যেকোন নারীকে বিশেষ ব্যক্তিত্ব হিসেবে উপস্থাপন করে। ইসলাম সকল নারীকে রাণীর মতো বিশেষ ভাবে সম্মানিত করে থাকে।

ইসলামের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত ইসলামে নারীর অপরিসীম অবদান রয়েছে। ইসলাম প্রচারের শুরুতে বিভিন্ন নারী সাহাবীর অগ্রগামী ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো। কেউ অর্থায়ন করে, কেউ জীবন দিয়ে, কেউ তাদের প্রিয় মানুষের জীবন দিয়ে, কেউ তাদের জন্মভূমি ত্যাগ করে, ইলম অর্জন করে, ইলম প্রচার করে ইত্যাদি নানাভাবে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে অবদান রেখেছে। পুরুষের পাশাপাশি নারীর এই বিশেষ অবদানের ফলে আজ ইসলামের অবস্থান এত সুদূর প্রসারী। যুগে-যুগে আসা এসব মহীয়সী নারীর অবদানের প্রতি আমরা চির কৃতজ্ঞ।

কুরআনে মহীয়ষী নারী

কুরআনে নারী জাতিকে বিশেষ ভাবে সম্মানিত করা হয়েছে। একজন মুমিন নারীর জীবন কেমন হবে সে সম্পর্কে কুরআনে বিশেষ ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। কুরআনের এই আলোচনা থেকে বোঝা যায় ইসলামে নারী কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং তার ভূমিকা কত বিস্তৃত। কুরআনে বেশ কয়েকজন মহিয়ষী নারীর সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে যেমন - ফিরাউনের স্ত্রী, হযরত ইমরান (আঃ) এর স্ত্রী, হযরত মুসা (আঃ) এর মা, মারিয়াম (আঃ), হযরত শুয়াইব আঃ এর কণ্যাগণ, হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এর স্ত্রী গণ, উম্মুল মুমিনীনগণ প্রভৃতি। যাদের মধ্যে একমাত্র মারিয়াম (আঃ) এর নাম বিশেষভাবে অনেকবার উল্লেখ করা হয়েছে।

মারিয়াম (আঃ) কে উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা বেশ কিছু আয়াত নাযিল করেছেন।

আল্লাহ বলেন,

إِذۡقَالَتِٱمۡرَأَتُعِمۡرَٰنَرَبِّإِنِّينَذَرۡتُلَكَمَافِيبَطۡنِيمُحَرَّرٗافَتَقَبَّلۡمِنِّيٓۖإِنَّكَأَنتَٱلسَّمِيعُٱلۡعَلِيم٣٥

(স্মরণ কর) যখন ‘ইমরানের স্ত্রী আরয করেছিল, হে আমার প্রতিপালক! আমার উদরে যা আছে, তাকে আমি একান্ত তোমার উদ্দেশে উৎসর্গ করলাম, কাজেই আমার পক্ষ হতে তা গ্রহণ কর, নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।

-সূরা আল ইমরান, আয়াত ৩৫

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَتَقَبَّلَهَارَبُّهَابِقَبُولٍحَسَنٖوَأَنۢبَتَهَانَبَاتًاحَسَنٗاوَكَفَّلَهَازَكَرِيَّاۖكُلَّمَادَخَلَعَلَيۡهَازَكَرِيَّاٱلۡمِحۡرَابَوَجَدَعِندَهَارِزۡقٗاۖقَالَيَٰمَرۡيَمُأَنَّىٰلَكِهَٰذَاۖقَالَتۡهُوَمِنۡعِندِٱللَّهِۖإِنَّٱللَّهَيَرۡزُقُمَنيَشَآءُبِغَيۡرِحِسَاب٣٧

তখন তার প্রতিপালক তাকে সন্তুষ্টি সহকারে গ্রহণ করলেন এবং তাকে উত্তমরূপে লালন পালন করলেন এবং যাকারিয়াকে তার তত্ত্বাবধায়ক করলেন। যখনই যাকারিয়া মারইয়ামের কক্ষে প্রবেশ করত, তার কাছে খাদ্য সামগ্রী দেখতে পেত; জিজ্ঞেস করত- হে মারইয়াম! ‘এসব কোত্থেকে তোমার কাছে আসে’? মারইয়াম বলত, ‘ওসব আল্লাহর নিকট হতে (আসে)’। নিশ্চয়ই আল্লাহ যাকে ইচ্ছে বেহিসাব রিযক দান করেন।

সূরা আল ইমরান, আয়াত ৩৭

তিনি বলেন -

وَٱلَّتِيٓ أَحۡصَنَتۡ فَرۡجَهَا فَنَفَخۡنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلۡنَٰهَا وَٱبۡنَهَآ ءَايَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ ٩١

স্মরণ কর সেই নারীর (অর্থাৎ মারইয়ামের) কথা যে তার সতীত্বকে সংরক্ষণ করেছিল। অতঃপর আমি তার ভিতর আমার রূহ ফুঁকে দিয়েছিলাম আর তাকে ও তার পুত্রকে বিশ্বজগতের জন্য নিদর্শন করেছিলাম।

সূরা আল আম্বিয়া, আয়াত ৯১

আল্লাহ বলেন,

وَمَرۡيَمَ ٱبۡنَتَ عِمۡرَٰنَ ٱلَّتِيٓ أَحۡصَنَتۡ فَرۡجَهَا فَنَفَخۡنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتۡ بِكَلِمَٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِۦ وَكَانَتۡ مِنَ ٱلۡقَٰنِتِينَ ١٢

আর (দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন) ‘ইমরান-কন্যা মারইয়ামের যে তার লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করেছিল, ফলে আমি তার মধ্যে আমার রূহ ফুঁকে দিয়েছিলাম। সে তার প্রতিপালকের বাণী ও তাঁর কিতাবসমূহে (তাওরাত, যবূর ও ইঞ্জীলে) বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। সে ছিল অনুগত ও বিনত দের অন্তর্ভুক্ত।

-সূরা আত তাহরিম, আয়াত ১২

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

وَٱذۡكُرۡ فِي ٱلۡكِتَٰبِ مَرۡيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتۡ مِنۡ أَهۡلِهَا مَكَانٗا شَرۡقِيّٗا ١٦

এ কিতাবে (উল্লেখিত) মারইয়ামের কাহিনী বর্ণনা কর- যখন সে তার পরিবারবর্গ হতে আলাদা হয়ে পূর্ব দিকে এক জায়গায় আশ্রয় নিয়েছিল।

সূরা মারিয়াম, আয়াত ১৬

আল্লাহ কুরআনে উল্লেখ করেন,

وَإِذۡ قَالَتِ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ يَٰمَرۡيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصۡطَفَىٰكِ وَطَهَّرَكِ وَٱصۡطَفَىٰكِ عَلَىٰ نِسَآءِ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٤٢

স্মরণ কর, যখন ফেরেশতারা বলেছিল, ‘হে মারইয়াম! আল্লাহ তোমাকে বেছে নিয়েছেন এবং তোমাকে পবিত্র করেছেন, আর তামাম দুনিয়ার নারীদের উপর তোমাকে মনোনীত করেছেন’।

-সূরা আল ইমরান, আয়াত ৪২

يَٰمَرۡيَمُ ٱقۡنُتِي لِرَبِّكِ وَٱسۡجُدِي وَٱرۡكَعِي مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ٤٣

হে মারইয়াম! ‘তুমি তোমার প্রতিপালকের অনুগত হও, সাজদাহ কর এবং রুকূ‘কারীদের সঙ্গে রুকূ‘ কর’
-সূরা আল ইমরান, আয়াত ৪৩

اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ۖ اسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيْسَي ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيْهًا فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ۙ

(স্মরণ কর) যখন ফেরেশতারা বলল, ‘হে মারইয়াম! নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে তাঁর একটি কথার সুসংবাদ দিচ্ছেন। তার নাম মারইয়ামের পুত্র ঈসা-মসীহ, সে দুনিয়া ও আখেরাতে সম্মানিত ও সান্নিধ্য প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।’
-সূরা আল ইমরান, আয়াত ৪৫

ذَٰلِكَعِيسَىٱبۡنُمَرۡيَمَۖقَوۡلَٱلۡحَقِّٱلَّذِيفِيهِيَمۡتَرُونَ٣٤
এই হচ্ছে মারইয়াম-পুত্র ঈসা, (এটাই) সত্য কথা যে বিষয়ে লোকেরা সন্দেহ পোষণ করে।
-সূরা মারইয়াম, আয়াত ৩৪

আল্লাহ তা'আলা আরও উল্লেখ করেন,
مَّاٱلۡمَسِيحُٱبۡنُمَرۡيَمَإِلَّارَسُولٞقَدۡخَلَتۡمِنقَبۡلِهِٱلرُّسُلُوَأُمُّهُۥصِدِّيقَةٞۖكَانَايَأۡكُلَانِٱلطَّعَامَۗٱنظُرۡكَيۡفَنُبَيِّنُلَهُمُٱلۡأٓيَٰتِثُمَّٱنظُرۡأَنَّىٰيُؤۡفَكُونَ٧٥
মারইয়াম পুত্র ‘ঈসা রসূল ছাড়া কিছুই ছিল না। তার পূর্বে আরো রসূল অতীত হয়ে গেছে, তার মা ছিল সত্যপন্থী মহিলা, তারা উভয়েই খাবার খেত; লক্ষ্য কর তাদের কাছে (সত্যের) নিদর্শনসমূহ কেমন সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরছি আর এটাও লক্ষ্য কর যে, কীভাবে তারা (সত্য হতে) বিপরীত দিকে চলে যাচ্ছে।
-সূরা আল মাইদাহ, আয়াত ৭৫

এসকল আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মারিয়াম (আঃ) সম্পর্কে বলেছেন। আয়াত গুলোতে মারিয়াম (আঃ) এর ঈমান, সবর, তার সতীত্ব, তার সাথে ঘটে যাওয়া অলৌকিক ঘটনা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এমনকি তার নামে কুরআনে একটি পূর্ণাঙ্গ সূরারও নামকরণ করা হয়েছে। এই আয়াত গুলোর মাধ্যমে আমরা মারিয়াম (আঃ)

এর সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনা গুলোতে তার ধৈর্য, তার ঈমান এবং তার ধৈর্যশীল পদক্ষেপ গুলো পর্যবেক্ষণ করতে পারি যা পরবর্তী প্রজন্মের নারীদের জন্য আদর্শ স্বরূপ।

আল্লাহ তা'আলা ফিরাউনের স্ত্রী এর সম্পর্কেও কুরআনে আয়াত নাযিল করেছেন। আল্লাহ বলেন-

وَقَالَتِ ٱمۡرَأَتُ فِرۡعَوۡنَ قُرَّتُ عَيۡنٖ لِّي وَلَكَۖ لَا تَقۡتُلُوهُ عَسَىٰٓ أَن يَنفَعَنَآ أَوۡ نَتَّخِذَهُۥ وَلَدٗا وَهُمۡ لَا يَشۡعُرُونَ ٩

ফেরাউনের স্ত্রী বলল- ‘এ শিশু আমার ও তোমার চক্ষু শীতলকারী, তাকে হত্যা কর না, সে আমাদের উপকারে লাগতে পারে অথবা তাকে আমরা পুত্র হিসেবেও গ্রহণ করতে পারি আর তারা কিছুই বুঝতে পারল না (তাদের এ কাজের পরিণাম কী)।

-সূরা আল কাসাস, আয়াত ৯

আল্লাহ আরও বলেন-

وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلٗا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمۡرَأَتَ فِرۡعَوۡنَ إِذۡ قَالَتۡ رَبِّ ٱبۡنِ لِي عِندَكَ بَيۡتٗا فِي ٱلۡجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرۡعَوۡنَ وَعَمَلِهِۦ وَنَجِّنِي مِنَ ٱلۡقَوۡمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ١١

আর যারা ঈমান আনে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ ফেরাউনের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন। সে প্রার্থনা করেছিল, ‘‘হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমার জন্য তোমার নিকট জান্নাতে একটি ঘর বানিয়ে দাও আর আমাকে তুমি ফেরাউন ও তার (অন্যায়) কার্যকলাপ থেকে রক্ষা কর, উদ্ধার কর আমাকে যালিম সম্প্রদায় থেকে।’’

-সূরা আত তাহরীম, আয়াত **১১**

প্রথম আয়াতে মূসা (আঃ) এর প্রতি ফিরাউনের স্ত্রীর মমতা এবং দ্বিতীয় আয়াতে তার ঈমানের দৃঢ়তা সম্পর্কে মুমিনদের ধারণা দেয়া হয়েছে। ফেরাউনের স্ত্রী ফেরাউনের অসহ্য অত্যাচার সহ্য করেও ঈমানের উপর অটল ছিল এবং ধৈর্য ধারণ করে ছিল। তার এই ঈমানের দৃঢ়তা এবং ধৈর্যশীলতা পরবর্তী প্রজন্মের নারীদের জন্য বিশেষ দৃষ্টান্ত হিসেবে পুরো বিশ্বের সামনে এখনো পর্যন্ত উপস্থিত হয়ে আছে।

আল্লাহ তা'আলা নারী সাহাবীদের প্রতি ইঙ্গিত করেও আয়াত নাযিল করেছেন। আল্লাহ বলেন-

قَدۡ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوۡلَ ٱلَّتِي تُجَٰدِلُكَ فِي زَوۡجِهَا وَتَشۡتَكِيٓ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسۡمَعُ تَحَاوُرَكُمَآۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُۢ بَصِيرٌ ١

আল্লাহ তার কথা শুনেছেন যে নারী (খাওলাহ বিনত সা'লাবাহ) তার স্বামীর বিষয়ে তোমার সাথে বাদানুবাদ করছে আর আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানাচ্ছে, আল্লাহ তোমাদের দু'জনের কথা শুনছেন, আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।
সূরা আল মুজাদিলা, আয়াত ১

এছাড়া আল্লাহ তা'আলা কুরআনে শুয়াইব আঃ এর কণ্যাগণকে নিয়েও বলেছেন। এখানে সূরা কাসাসের কিছু আয়াত উল্লেখ করা হল-
আল্লাহ বলেন,
وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدۡيَنَ وَجَدَ عَلَيۡهِ أُمَّةٗ مِّنَ ٱلنَّاسِ يَسۡقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ ٱمۡرَأَتَيۡنِ تَذُودَانِۖ قَالَ مَا خَطۡبُكُمَاۖ قَالَتَا لَا نَسۡقِي حَتَّىٰ يُصۡدِرَ ٱلرِّعَآءُۖ وَأَبُونَا شَيۡخٞ كَبِيرٞ ٢٣
যখন সে মাদইয়ানের কূপের কাছে পৌঁছল, সে একদল লোককে দেখল (তাদের জন্তুগুলোকে) পানি পান করাতে, তাদের ছাড়া আরো দু'জন স্ত্রীলোককে দেখল (নিজেদের পশুগুলোকে) আগলে রাখতে। মূসা জিজ্ঞেস করল- 'তোমাদের দু'জনের ব্যাপার কী?' তারা বলল- 'আমরা আমাদের জন্তুগুলোকে পান করাতে পারি না যতক্ষণ না রাখালেরা (তাদের পশুগুলোকে) সরিয়ে না নেয় (পানি পান করানোর পর), আর আমাদের পিতা খুবই বয়োবৃদ্ধ।
সূরা আল কাসাস, আয়াত ২৩

فَجَآءَتۡهُ إِحۡدَىٰهُمَا تَمۡشِي عَلَى ٱسۡتِحۡيَآءٖ قَالَتۡ إِنَّ أَبِي يَدۡعُوكَ لِيَجۡزِيَكَ أَجۡرَ مَا سَقَيۡتَ لَنَاۚ فَلَمَّا جَآءَهُۥ وَقَصَّ عَلَيۡهِ ٱلۡقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفۡۖ نَجَوۡتَ مِنَ ٱلۡقَوۡمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ٢٥
তখন নারীদ্বয়ের একজন তার কাছে সলজ্জ পদে আসল। সে বলল- 'আমার পিতা তোমাকে ডাকছে তুমি আমাদের জন্য (জন্তুগুলোকে) পানি পান করিয়েছ তোমাকে তার প্রতিদান দেয়ার জন্য। যখন মূসা তার কাছে গেল আর তার কাছে সকল ঘটনা বিবৃত করল, সে বলল- তুমি ভয় করো না, 'তুমি যালিম গোষ্ঠীর থেকে রেহাই পেয়ে গেছ।'
সূরা আল কাসাস, আয়াত ২৫

قَالَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسۡتَـٔۡجِرۡهُۖ إِنَّ خَيۡرَ مَنِ ٱسۡتَـٔۡجَرۡتَ ٱلۡقَوِيُّ ٱلۡأَمِينُ ٢٦
স্ত্রীলোক দু'টির একজন বলল- 'হে পিতা! পারিশ্রমিকের বিনিময়ে তাকে নিযুক্ত করুন, আপনি যাদেরকে মজুর নিযুক্ত করবেন তাদের মধ্যে উত্তম যে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত।'
সূরা আল কাসাস, আয়াত ২৬

قَالَ اِنِّيٓ اُرِيْدُ اَنْ اُنْكِحَكَ اِحْدَي ابْنَتَيَّ هٰتَيْنِ عَلٰٓي اَنْ تَاْجُرَنِيْ ثَمٰنِيَ حِجَجٍ ۚ فَاِنْ اَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۚ وَمَآ اُرِيْدُ اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَ ۭ سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَاۗءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝

সে বলল- ‘আমার এই কন্যাদ্বয়ের একজনের সঙ্গে তোমার বিয়ে দেয়ার আমি ইচ্ছে করেছি এই শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার কাজ করে দেবে, আর যদি দশ বছর পূর্ণ কর সেটা তোমার ইচ্ছেধীন, আমি তোমাকে কষ্টে ফেলতে চাই না, আল্লাহ ইচ্ছে করলে তুমি আমাকে সৎকর্মপরায়ণ পাবে।’

সূরা আল কাসাস, আয়াত ২৭

উপরের আয়াত গুলো শুয়াইব (আঃ) এর কন্যাদের সম্পর্কে এবং তাদের কথোপকথন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আয়াতগুলোতে তার কন্যাদের লজ্জাশীলতা এবং ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে বিশেষ ভাবে উখ করা হয়েছে। এ থেকে আমরা শিক্ষা নিতে পারি ঘরের বাইরে একজন নারীর আচরণ কেমন হওয়া উচিত।

আল্লাহ কুরআনে উল্লেখ করেন,

رَبَّنَآ اِنِّيْٓ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ۙ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اَفْىِٕدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِيْٓ اِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ ۝

হে আমাদের প্রতিপালক! আমি আমার সন্তানদের একাংশকে শস্যক্ষেতহীন উপত্যকায় তোমার সম্মানিত ঘরের নিকট পুনর্বাসিত করলাম। হে আমার প্রতিপালক! তারা যাতে নামায কায়িম করে। কাজেই তুমি মানুষের অন্তরকে তাদের প্রতি অনুরাগী করে দাও আর ফল-ফলাদি দিয়ে তাদের জীবিকার ব্যবস্থা কর যাতে তারা শুকরিয়া আদায় করে।

সূরা আল ইব্রাহিম, আয়াত ৩৭

ইহা আল্লাহর নিকট ইব্রাহিম (আঃ) এর করা দোয়া। এই আয়াতের প্রেক্ষাপট বা তাফসীর পর্যবেক্ষণ করলে আমরা জানতে পারি, ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম যখন তার স্ত্রী হাজেরা (আঃ) এবং তার শিশু পুত্র ইসমাইল (আঃ) কে জনমানবহীন মরুভূমিতে রেখে আসে তখনকার সময়ের ঘটনা। সেখানে শিশু পুত্রের জীবন বাঁচানোর জন্য হাজেরা (আঃ) এর ধৈর্য্যশীলতা আমাদের জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। একটু পানির আশা সাফা - মারওয়া পাহাড়ে অবিরাম ছোটাছুটি এরপর পানি প্রাপ্তি, জনবসতি হীন স্থানে

শিশু সন্তান নিয়ে একাকী বসবাস, জীবনযাপন, আল্লাহর প্রতি রাখা বিশ্বাস ও হতাশাকে প্রশ্রয় না দেওয়া এ সবই আমাদের জন্য দৃষ্টান্ত।

কুরআনে আলোচিত এই সকল মহীয়সী নারীর জীবনী আমাদের তাদের মত জীবন যাপন করতে উদ্বুদ্ধ করে। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম মেনে চলার জন্য তারাই আমাদের প্রকৃত আদর্শ। তাদের জীবনী বিশেষ পরিস্থিতিতে আমাদের কী পদক্ষেপ নেওয়া উচিত সে সম্পর্কে দিকনির্দেশ করে।

এভাবেই আল্লাহ তা'আলা কুরআনে নারীকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ রূপে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে পুরুষের পাশাপাশি নারীকেও বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে উপস্থাপন করেছেন।

[নোট: তাইসিরুল কুরআন থেকে আয়াতের অনুবাদ সংগৃহীত]

হাদিসে নারী

আল্লাহ তা'আলার নাযিলকৃত কুরআনের পাশাপাশি আমরা হাদিসের বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে নারীদের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান দেখতে পাই। কুরআনের পাশাপাশি আমরা হাদিস থেকেও নারী অধিকার, শিক্ষা, পর্দা, জীবনযাপন, শালীনতা, বিবাহ, সম্পত্তি উত্তরাধিকার ইত্যাদি বিষয় নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ও নীতি নির্ধারণ দেখতে পাই।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমরা নারী দেরকে উত্তম নাসীহাত প্রদান করবে। কেননা নারী জাতিকে পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পাঁজরের হাড়গুলোর মধ্যে উপরের হাড়টি বেশী বাঁকা। তুমি যদি তা সোজা করতে যাও, তাহলে তা ভেঙ্গে যাবে আর যদি ছেড়ে দাও, তাহলে সব সময় তা বাঁকাই থাকবে। কাজেই নারী দেরকে নাসীহাত করতে থাক। (৫১৮৪, ৫১৮৬) (আ.প্র. ৩০৮৫, ই.ফা. ৩০৯৩)

সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৩৩৩১

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

এ হাদিসটিতে নারী জাতিকে পাঁজরের হাড়ের সাথে তুলনা করে বলা হয়েছে তাদেরকে উত্তম নাসীহাত করতে। এক্ষেত্রে অত্যন্ত নমনীয়তা ও কঠোরতা দু'টোই পরিহারে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ইব্‌নু ‘উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: কোন নারী ই যেন মাহ্‌রামকে [২] সঙ্গে না নিয়ে তিন দিনের সফর না করে।

ফুটনোট: [২] ইসলামের দৃষ্টিতে যাদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া হারাম এমন পুরুষ ব্যক্তি।

সহিহ বুখারী, হাদিস নং ১০৮৬

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

এই হাদিসটি থেকে বোঝা যায় নারী জাতি কতটা সম্মানিত এবং বিশেষ নিরাপত্তার অধিকারী।

নারী জাতির মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদার অধীকারী নারীদের নিয়েও হাদিসে বিশেষ বর্ননা রয়েছে। যেমন-

আবূ মূসা আশ’আরী (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, পুরুষদের মধ্যে অনেকেই পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে, কিন্তু নারী দের মধ্যে মারইয়াম বিনত ‘ইমরান ও ফিরাউনের স্ত্রী আসিয়া (রহঃ) ছাড়া অন্য কেউ তাদের মত পূর্ণতাপ্রাপ্ত হননি। আর ‘আয়িশা (রাঃ)-এর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব অন্যান্য নারী দের উপর এমন যেমন সারীদ অর্থাৎ গোশ্‌ত এবং রুটি দ্বারা তৈরী খাদ্য বিশেষ এর মর্যাদা অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের উপর। (আধুনিক প্রকাশনীঃ ৩৪৮৭, ইসলামী ফাউন্ডেশনঃ ৩৪৯৫)

সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৩৭৬৯

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

‘আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

আমি নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, সমগ্র নারী দের মধ্যে ইমরানের কন্যা মারইয়াম হলেন সর্বোত্তম আর নারী দের সেরা হলেন খাদীজা (রাঃ)।

সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৩৪৩২

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

উপরের হাদিস দু'টিতে বিশেষ মর্যাদা সম্পন্ন নারীদের নিয়ে বলা করা হয়েছে। আয়িশা (রাঃ), খাদিজা (রাঃ), মারইয়াম (আঃ), আসিয়া (রহঃ) এর মর্যাদা বর্ননা করে তাদের গুরুত্ব উপস্থাপন করা হয়েছে। এই চারজনে ইসলামের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নারী। ইসলামের প্রচার এবং প্রচারে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু এবং হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী, বুদ্ধিমতী এবং বিচক্ষণ একজন নারী। হাদিস এবং ফিকহ শাস্ত্রে তার জ্ঞান ছিল অত্যাধিক। সবচেয়ে বেশি হাদিস বর্ণনাকারী সাহাবীদের মধ্যে তিনি অন্যতম। এছাড়া ইসলামের ইতিহাসে বিভিন্ন রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে তার বিচক্ষণ অবস্থান দেখা যায়। হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ নারী। তিনি মহানবী (সাঃ) এর কাছে

প্রথম ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারী ব্যক্তি। ইসলামের শুরুতে ইসলামের প্রচার এবং প্রসারে সে তার জীবনের প্রায় সমস্ত উপার্জন ব্যয় করেন। এছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মানসিকভাবে সাহস দিয়ে, অনুপ্রেরণা দিয়ে তার পাশে দাঁড়ান।

উম্মু 'আতিয়্যাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ
তিনি বলেন ('ঈদের সালাতের উদ্দেশে) যুবতী ও পর্দানশীন মেয়েদের নিয়ে যাবার জন্য আমাদের নির্দেশ দেয়া হতো। আইয়ুব (রহঃ) হতে হাফসা (রাঃ) সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে এবং হাফসা (রাঃ) হতে বর্ণিত রিওয়ায়াতে অতিরিক্ত বর্ণনা আছে, 'ঈদগাহে ঋতুবতী নারী রা আলাদা থাকতেন।
সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৯৭৪
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

হাদিসটিতে ঈদের সালাতে নারীদের অংশগ্রহণ সম্পর্কে বলা হয়েছে। এ হাদিসটি থেকে বোঝা যায়, তৎকালীন সময়ে ইসলামের আচার অনুষ্ঠান পালনে নারীরা কতটা অগ্রগামী ও আগ্রহী ছিলেন।

ইব্নু 'উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ
তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এক যুদ্ধে এক নারী কে নিহত অবস্থায় পাওয়া যায়। তখন আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নারী ও শিশুদের হত্যায় অসন্তোষ প্রকাশ করেন।
সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৩০১৪
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস
এই হাদিসটিতে নারীদের হত্যায় রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর অসন্তোষ বর্ণিত হয়েছে। যা নারী জাতির গুরুত্ব বোঝায়।

'উরওয়াহ (রাঃ) বলেন, 'আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ
'আয়িশা (রাঃ) বলেছেন, তাদের মধ্যে যারা এই শর্তে রাজী হতো তাকে আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শুধু এ কথা বলতেন, 'আমি তোমাকে বায়'আত

করলাম। আল্লাহ্‌র কসম! বায়‘আত গ্রহণে তাঁর হাত কখনো কোন নারী র হাত স্পর্শ করেনি। তিনি তাদের শুধু কথার মাধ্যমে বায়‘আত করেছেন।
সহিহ বুখারী, হাদিস নং ২৭১৩
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

এই হাদীসটিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নারী জাতির প্রতি সম্মান এবং পর্দার রক্ষার প্রতি সচেতনতা প্রকাশ পেয়েছে। একই সাথে প্রকাশ পেয়েছে ইসলাম গ্রহণের প্রতি নারী সমাজের আগ্রহ ও গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

উম্মু সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ
তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন সালাম ফিরাতেন, তখন মহিলারা তাঁর সালাম শেষ করার পর উঠে যেতেন। নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দাঁড়ানোর পূর্বে স্বীয় স্থানে কিছুক্ষণ অবস্থান করতেন। রাবী যুহরী (রহঃ) বলেন,আমাদের মনে হয়, তা এজন্য যে, অবশ্য আল্লাহ্‌ ভাল জানেন, যাতে পুরুষদের যাবার পূর্বেই নারী রা চলে যেতে পারে।
সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৮৭৫
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

এই হাদিসের বর্ণনা থেকে ধারণা করা যায়, তখনকার নারীরা ইসলাম পালনে কতটা সক্রিয় ছিলেন। এমনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারী জাতি চলাচলের সুবিধা এবং পর্দা রক্ষার দিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন।

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ
নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, হে মুসলিম নারী গণ! কোন মহিলা প্রতিবেশিনী যেন অপর মহিলা প্রতিবেশিনীর হাদিয়া তুচ্ছ মনে না করে, এমনকি তা ছাগলের সামান্য গোশতযুক্ত হাড় হলেও।
সহিহ বুখারী, হাদিস নং ২৫৬৬
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

এই হাদিসটিতে নারী জাতির একে অপরের মধ্যকার ভাতৃত্ব ও সম্প্রীতি রক্ষার দিকটিতে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কোন নারী অন্য নারী র সাথে (বস্ত্রহীন অবস্থায়) শরীর মিলিয়ে শোবে না। কেননা সে তার স্বামীর নিকট অপর নারী র শরীরের বর্ণনা দিবে এবং মনে হবে সে যেন তাকে চাক্ষুস দেখছে।
সহীহ : সহীহ আবী দাঊদ (১৮৬৬), বুখারী।
ফুটনোট: আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।
জামে' আত-তিরমিজি, হাদিস নং ২৭৯২
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

এই হাদীসটিতে নারীদের পর্দার বিধান যেন লঙ্ঘিত না হয় সেদিকে কঠোরভাবে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

উম্মু সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে কোন নারী তার স্বামীকে খুশী রেখে মারা যায় সে জান্নাতে যাবে।
যঈফ, ইবনু মাজাহ(১৮৫৪)
ফুটনোট: আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব ।
জামে' আত-তিরমিজি, হাদিস নং ১১৬১
হাদিসের মান: দুর্বল হাদিস

হাদিসটিতে নারী জাতির কর্তব্য এবং জান্নাতপ্রাপ্তির বিশেষ দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

‘উবাদা্হ ইবনুস সামিত (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: তোমরা আমার থেকে গ্রহন করো। আল্লাহ তাদের জন্য বিধান দিয়েছেন: বিবাহিত পুরুষ ও বিবাহিত নারী অপরাধী প্রমাণিত হলে তাদের শাস্তি হলো একশো বেত্রাঘাত ও পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা। আর অবিবাহিত পুরুষ ও অবিবাহিত নারী র শাস্তি হলো একশো বেত্রাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন।
সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৪৪১৫
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

হাদীসটিতে নারী জাতিকে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার জন্য সতর্কতা স্বরূপ উক্ত শাস্তির কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ কোন নারী যেন নিজ স্বার্থের জন্য এবং বিয়ে বসার জন্য তার বোনের তালাক না চায়। কেননা সে তাই পাবে যা তার জন্য নির্ধারিত আছে।
সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ২১৭৬
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

হাদিসটিতে এক নারীর কুটকৌশল এর ফলস্বরূপ অন্য নারীর জীবন যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সে সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে।

আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আওতাস যুদ্ধের বন্দী দাসীদের সম্বন্ধে বলেছেনঃ সন্তান প্রসবের আগে গর্ভবতীর সাথে সঙ্গম করা যাবে না। আর গর্ভবতী নয় এমন নারী র মাসিক ঋতু শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার সাথেও সঙ্গম করা যাবে না।
সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ২১৫৭
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

হাদীসটিতে গর্ভকালীন নাজুক সময়ে নারীরা যেন কষ্টের শিকার না হয় এবং হায়েজকালীন শারীরিক দুর্বলতার সময় যেন তাদের অতিরিক্ত কোন কর্তব্য পালন না করতে হয় সেদিকে বিশেষ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

ইবনু বুরাইদাহ (রাঃ) হতে তার পিতা থেকে বর্ণিতঃ
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আলী (রাঃ)-কে বললেন, "হে 'আলী! কোন নারী কে একবার দেখার পর দ্বিতীয়বার দেখবে না। কেননা তোমার জন্যে প্রথমবার দেখার অনুমতি আছে, কিন্তু দ্বিতীয়বার দেখা যায়িয নয়।
সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ২১৪৯
হাদিসের মান: হাসান হাদিস

হাদীসটিতে নারী জাতির পর্দার বিধান লঙ্ঘিত না হয় সেক্ষেত্রে পুরুষকে বিশেষ নির্দেশ বা হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

'আয়িশাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কোন নারী তার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিয়ে করলে তার সে বিয়ে বাতিল। তিনি একথাটি তিনবার বলেছেন। আর সে যদি তার সাথে সহবাস করে, তাহলে এজন্য তাকে মোহর দিবে। যদি উভয় পক্ষের (অভিভাবকদের) মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়, তাহলে শাসক হবেন তার অভিভাবক। কারণ যাদের অভিভাবক নাই তার অভিভাবক শাসক।
সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ২০৮৩
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

হাদীসটিতে নারীদের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে সতর্কতা স্বরূপ বিশেষ দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

রাবী' ইবনু সাবুরাহ (রহঃ) হতে তার পিতা থেকে বর্ণিতঃ
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নারী দের সাথে মুত'আহ বিয়ে হারাম করেছেন।

সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ২০৭৩
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

হাদীসটিতে মুত‘আহ বিয়ে হারাম হওয়ার উপর নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ
তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আল্লাহ এমন ব্যক্তিকে দয়া করুন, যে রাতে উঠে নিজেও সলাত আদায় করে এবং তার স্ত্রীকেও জাগায় এবং সেও সলাত আদায় করে। সে উঠতে না চাইলে তার মুখমণ্ডলে পানি ছিটিয়ে দেয়। আল্লাহ এমন নারী র প্রতিও অনুগ্রহ করুন, যে রাতে উঠে নিজে সলাত আদায় করে এবং তার স্বামীকেও জাগায়। সে উঠতে না চাইলে তার মুখমণ্ডলে পানি ছিটিয়ে দেয়। [১৪৫০]
হাসান সহীহ : এটি গত হয়েছে (১৩০৮)।
সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ১৪৫০
হাদিসের মান: হাসান সহিহ

হাদীসটিতে দ্বীনদার নারীদের বিশেষভাবে সম্মানিত করা হয়েছে। যা দ্বীনদার নারীকে বিবাহের প্রতি উৎসাহ প্রদান করে। এ হাদিস থেকে দ্বীনদার স্ত্রীর প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব উপস্থাপন করা হয়েছে।

ইবনু ‘উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ
তিনি বলেন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তোমরা তোমাদের নারী দের মসজিদে যেতে নিষেধ করো না। তবে তাদের ঘরই তাদের জন্য উত্তম।
সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৫৬৭
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

হাদিসটিতে নারীদের অধিকার অক্ষুন্ন রাখার পাশাপাশি যে কাজটিতে তাদের জন্য করলাম রয়েছে সেটাও উল্লেখ করা হয়েছে।

আবূ মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ স্বর্ণ এবং রেশম আমার উম্মতের নারী দের জন্য হালাল এবং পুরুষদের জন্য হারাম করা হয়েছে।

সুনানে আন-নাসায়ী, হাদিস নং ৫১৪৮

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

হাদীসটিতে স্বর্ণ এবং রেশমকে বিশেষভাবে নারীদের ব্যবহার্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং পুরুষের জন্য হারাম হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: যখন কোন নারী মসজিদে যাওয়ার জন্য বের হয়, তখন যদি তার গায়ে সুগন্ধি লাগানো থাকে, তবে সে এমনভাবে তা ধুয়ে ফেলবে, যেন সে জানাবাতের গোসল করছে।

সুনানে আন-নাসায়ী, হাদিস নং ৫১২৭

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: পুরুষদের সুগন্ধি হলো যার সুগন্ধি স্পষ্ট কিন্তু রঙ চাপা, আর নারী দের সুগন্ধি হলো যার রঙ স্পষ্ট কিন্তু গন্ধ চাপা।

সুনানে আন-নাসায়ী, হাদিস নং ৫১১৭

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

হাদীস দু'টিতে সুগন্ধি ব্যবহারের ক্ষেত্রে নারীকে বিশেষভাবে সতর্কতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে।

আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেনঃ যে নারী উল্কি আঁকায় এবং যে উল্কি এঁকে দেয়, যে নারী ভ্রু ইত্যাদির পশম উপড়ায়, যে নারী দাঁতে ফাঁক করে, এবং যে আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকে পরিবর্তন করে, রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে লা’নত করেছেন।
সুনানে আন-নাসায়ী, হাদিস নং ৫০৯৯
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

হাদীসটিতে আল্লাহর লানত থেকে নারীদের সতর্ক করা হয়েছে এবং নারীদের যে কাজগুলো যা আল্লাহ তা'আলা অসন্তুষ্ট হয় সে কাজগুলো উল্লেখ করা হয়েছে।

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ
এক নারী একটা পত্র দেওয়ার জন্য রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দিকে হাত প্রসারিত করলে, তিনি তাঁর হাত সংকুচিত করলেন। ঐ নারী বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার দিকে পত্র এগিয়ে দিলাম আর আপনি তা গ্রহণ করলেন না! তিনি বললেনঃ এটা কি পুরুষের হাত, না নারী র হাত, তা আমি বুঝতে পারিনি। তিনি বললেনঃ যদি তুমি নারী হতে তা হলে তোমার হাতের নখসমূহ মেহেদী দ্বারা রাঙ্গাতে।
সুনানে আন-নাসায়ী, হাদিস নং ৫০৮৯
হাদিসের মান: হাসান হাদিস

হাদীসটিতে মেহেদী দ্বারা হাত রাঙানোর জন্য বিশেষভাবে উৎসাহ দেয়া হয়েছে।

আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ
রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নারী দের মাথা মুণ্ডন করতে নিষেধ করেছেন।
সুনানে আন-নাসায়ী, হাদিস নং ৫০৪৯
হাদিসের মান: দুর্বল হাদিস

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরোক্ত হাদিস দুটি থেকে বোঝা যায় নারীদের স্বভাবত সাজগোজের দিকে ইসলাম বিশেষভাবে উৎসাহ দিয়ে থাকে।

উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ
তিনি বলেছেনঃ আল্লাহ্‌ তা’আলা এবং কিয়ামতে বিশ্বাস স্থাপনকারী কোন নারী র জন্য স্বামী ব্যতীত কোন মৃতের জন্য তিন দিনের অধিক শোক পালন করা বৈধ নয়। তবে স্বামীর জন্য চার মাস দশদিন শোক করবে।
সুনানে আন-নাসায়ী, হাদিস নং ৩৫০৩
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

হাদিস্ট্রিতে কোন নারীর খুব পালনের সীমা সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে।

কাবীসা ইবন যুওয়ারব (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ
তিনি আবূ হুরায়রা (রাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন নারী ও তার ফুফুকে একত্রে বিবাহ করতে এবং কোন নারী ও তার খালাকে একত্রে বিবাহ করতে নিষেধ করেছেন।
সুনানে আন-নাসায়ী, হাদিস নং ৩২৮৯
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

ইবন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ
নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, পূর্বে বিবাহিতা নারী নিজের ব্যাপারে হকদার আর কুমারীর ব্যাপারে তার পিতা তার সম্মতি নিবে। আর তার সম্মতি হলো-তার চুপ থাকা।
সুনানে আন-নাসায়ী, হাদিস নং ৩২৬৪
হাদিসের মান: অন্যান্য

ইবন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, বিধবা নারী তার ব্যাপারে নিজেই অগ্রয়ধিকারিণী। আর ইয়াতীম কন্যার মতামত গ্রহণ করা হবে। তার সম্মতি হলো চুপ থাকা।
সুনানে আন-নাসায়ী, হাদিস নং ৩২৬২

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

উপরের হাদিস তিনটিতে নারীদের বিবাহের ক্ষেত্রে কিছু নীতি নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে যা নারীদের জন্য বিশেষভাবে উপকারী।

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ
তিনি বলেনঃ (একদা) রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে প্রশ্ন করা হলো, কোন্ নারী উত্তম ? তিনি বললেনঃ সে (স্বামী) যার প্রতি দৃষ্টিপাত স্বামীকে সন্তুষ্ট করে। সে আদেশ করলে তার আনুগত্য করে, এবং (স্ত্রী) নিজের ব্যাপারে ও তার ধন-সম্পদের ব্যাপারে যা অপছন্দ করে এমন কাজ করে তার বিরোধিতা করে না।
সুনানে আন-নাসায়ী, হাদিস নং ৩২৩১
হাদিসের মান: হাসান সহিহ

হাদীসটিতে স্বামীর অনুগত নারী সম্পর্কে বলা হয়েছে এবং এ ধরনের নারীদের বিয়ে করার ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ
নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নারী দেরকে চারটি কারণে বিবাহ করা হই, তার মাল সম্পদ, তার বংশ গৌরব, তার সৌন্দর্য এবং তার ধার্মিকতা দেখে। তুমি ধার্মিকা নারী কে বিবাহ করে ধন্য হও। 'তোমার দু'হাত মাটিমাখা হোক।' (অর্থাৎ বোকামি কর না, বুদ্ধির পরিচয় দাও।)
সুনানে আন-নাসায়ী, হাদিস নং ৩২৩০
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

হাদীসটিতে কেমন নারীকে বিয়ে করা উচিত সে সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সময় এক নারী কে বিবাহ করলেন। তাঁর সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাক্ষাৎ হলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেনঃ হে জাবির, তুমি কি বিবাহ করছো? তিনি বলেন, আমি বললামঃ জ্বী, হ্যাঁ। তিনি বললেনঃ কুমারী, না পূর্ব-বিবাহিতা? আমি বললামঃ বরং বিবাহিতা। তিনি বললেনঃ কেন একজন কুমারী কে বিবাহ করলে না, যে তোমার সাথে মন মাতান আচরণ করতো? তিনি বললেন, আমি বললামঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমার কয়েকজন বোন রয়েছে। আমার ভয় হলো, সে আমার এবং তাদের মধ্যে দখলদারী সৃষ্টি করবে। তিনি বললেনঃ তা হলে তাই (ভাল)। নারী দেরকে তাদের ধর্ম, সম্পদ, এবং সৌন্দর্যের কারণে বিবাহ করা হয়ে থাকে। অতএব তুমি ধার্মিক মেয়ে বিবাহ করবে। আল্লাহ্ তোমার ভাল করুন।

সুনানে আন-নাসায়ী, হাদিস নং ৩২২৬

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

হাদিসটিতে কেমন নারীকে বিয়ে করা উচিত সে সম্পর্কে বিশেষভাবে দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ বৃদ্ধ, অল্প বয়স্ক, দুর্বল এবং নারী দের জিহাদ হলো হজ্জ ও উমরা।

সুনানে আন-নাসায়ী, হাদিস নং ২৬২৬

হাদিসের মান: অন্যান্য

নারীরা যেহেতু শারীরিকভাবে পুরুষের তুলনায় দুর্বল সে কারণে নারীদের জিহাদ বলা হয়েছে হজ ও ওমরা কে। অর্থাৎ নারীদের শারীরিক দুর্বলতার দিকটিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি দু’টি কন্যা র লালন-পালন করবে তাদের পূর্ণ বয়স্কা হওয়া পর্যন্ত, ক্বিয়ামতের দিন সে আমার সাথে এভাবে

আসবে। এ বলে তিনি নিজের আঙ্গুলসমূহ একত্রিত করে দেখালেন’ (মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৫০)।
উপদেশ, হাদিস নং ২২৬
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ
একদা এক মহিলা তার দু’টি কন্যা সাথে নিয়ে আমার কাছে আসল। মহিলাটি আমার কাছে কিছু ভিক্ষা চাইল। তখন আমার কাছে একটি খেজুর ছাড়া আর কিছু ছিল না। আমি তা তাকে দিয়ে দিলাম। সে তা দুই ভাগ করে তার দুই কন্যা কে দিলো এবং নিজে তা থেকে কিছু খেল না। তারপর সে উঠে চলে গেলো। এমন সময় নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বাড়িতে প্রবেশ করলেন। আমি ঘটনাটি তাঁর কাছে পেশ করলাম। তখন তিনি বললেন, ‘যে ব্যক্তি কন্যা দের ব্যাপারে সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং তাদের সাথে উত্তম আচরণ করে, তাহলে এই কন্যা গণ তার জন্য জাহান্নামের অন্তরাল হবে’ (বুখারী হা/৫৯৯৫; মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৪৯)।
উপদেশ, হাদিস নং ২২৫
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

হাদীস দু'টিতে কন্যা সন্তানকে লালন পালন করার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

মুসলিম ইবনে নায়ীর (র) থেকে বর্ণিতঃ
এক ব্যক্তি হুযায়ফা (রাঃ)-র নিকট প্রবেশানুমতি চেয়ে ভেতর বাড়িতে উঁকি মারলো এবং বললো, আমি কি প্রবেশ করতে পারি? হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, তোমার চোখ তো প্রবেশ করেছে, বাকি আছে তোমার (দেহের) নিম্নাংশ। অতএব তুমি প্রবেশ করো না। এক ব্যক্তি বললো, আমাকে কি আমার মায়ের অনুমতি নিতে হবে? হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, তুমি যদি অনুমতি না নিয়ে প্রবেশ করে তবে হয়তো অবাঞ্ছিত কিছু দেখবে।
আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং ১১০০
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

হাদীসটিতে নারীর পর্দা রক্ষার দিকটিতে বিশেষভাবে সতর্কতা অবলম্বন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ
এক ব্যক্তি নবী (সাঃ)-এর নিকট এসে বললো, আপনি আমাকে কি আদেশ করেন? তিনি বলেনঃ তোমার মায়ের সাথে সদাচার করবে। সে একই কথা বললে তিনি বলেনঃ তোমার মায়ের সাথে সদাচার করবে। সে পুনরায় একই কথা বললে তিনি বলেনঃ তোমার মায়ের সাথে সদাচার করবে। সে চতুর্থবার জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেনঃ তোমার মায়ের সাথে সদাচার করবে। সে পঞ্চমবার জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেনঃ তোমার পিতার সাথে সদাচার করবে (বুখারী, মুসলিম, ইবনে মাজাহ, আবু দাউদ, তাহাবী)।
আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং ৬
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

হাদীসটিতে পিতার চেয়ে মাতার সম্মানকে অধিক দৃঢ়ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

ইবনু উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ
তিনি বলেন, এক লোক তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে লিআন করল। তাদের বিয়ে বন্ধনকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছিন্ন করে দেন এবং সন্তানটিকে তার মায়ের সাথে সম্পৃক্ত করেন।
সহীহ্, ইবনু মাজাহ- (২০৬৯), নাসাঈ
ফুটনোট: এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এ হাদীস অনুযায়ী বিশেষজ্ঞ আলিমগণ আমল করেন।

জামে' আত-তিরমিজি, হাদিস নং ১২০৩
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ আল্লাহর কসম! নিশ্চয়ই আমি নামাযের মধ্যে বাচ্চার কান্না শুনতে পেলে তার মায়ের ব্যাকুল হওয়ার সম্ভাবনায় আমি নামায সংক্ষেপ করি।

সহীহ। ইবনু মাজাহ-(৯৮৯), বুখারী ও মুসলিম।
ফুটনোট: এ অনুচ্ছেদে আবু কাতাদা, আবু সাঈদ ও আবু হুরায়রা (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে।
আবু 'ঈসা বলেনঃ আনাসের হাদীসটি হাসান সহীহ।
জামে' আত-তিরমিজি, হাদিস নং ৩৭৬
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

হাদীসটিতে মায়েদের ব্যাকুলতার দিকটিতে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

সা'আদ ইব্নু আবূ ওয়াক্কাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ
আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ 'তুমি আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের উদ্দেশ্যে যা-ই ব্যয় কর না কেন, তোমাকে তার প্রতিদান নিশ্চিতরূপে প্রদান করা হবে। এমনকি তুমি তোমার স্ত্রী র মুখে যা তুলে দাও, তারও।'
(১২৯৫, ২৭৪২, ২৭৪৪, ৩৯৩৬, ৪৪০৯, ৫৩৫৪, ৫৬৫৯, ৫৬৬৮, ৬৩৭৩, ৬৭৩৩; মুসলিম ২৫/১ হাঃ ১৬২৮, আহমাদ ১৫৪৬) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ৫৪, ইসলামী ফাউন্ডেশনঃ ৫৪)
সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৫৬
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

হাদীসটিতে স্ত্রীর প্রতি সহানুভূতি ও ভালোবাসা দেখানো দেখানো কে বিশেষভাবে গুরুত্ব, উৎসাহ এবং পুরস্কারের আশা দেওয়া হয়েছে।

ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ইসমাঈল (আঃ)–এর মা হাজেরা (আ.)-এর উপর আল্লাহ রহম করুন। কেননা, যদি তিনি যমযমকে স্বাভাবিক অবস্থায় ছেড়ে দিতেন অথবা তিনি বলেছেন, যদি তা হতে অঞ্জলে পানি না নিতেন, তা হলে তা একটি প্রবাহিত ঝরনায় পরিণত হতো। জুরহাম গোত্র তাঁর নিকট এসে বলল, আপনি কি আমাদেরকে আপনার নিকট অবস্থান করার অনুমতি দিবেন? তিনি (হাজেরা) বললেন, হ্যাঁ। তবে পানির উপর তোমাদের কোন অধিকার থাকবে না। তারা বলল, ঠিক আছে।

সহিহ বুখারী, হাদিস নং ২৩৬৮
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

উপরের হাদিসগুলো লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই হাদিস গুলোতে ইসলাম ধর্মে নারীর গুরুত্ব এবং তাদের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কুরআন এবং হাদিসে নারীর আলোচনায় নারীদের জীবন বিধান কেমন হবে সে সম্পর্কে দিক নির্দেশ করা হয়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বা তৎকালীন নারীদের মধ্যে পুণ্যবান নারীদের নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া জীবনসঙ্গী হিসেবে সৎ নারী কতটা গুরুত্বপূর্ণ সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ইসলাম পালনে তৎকালীন নারীরা কতটা সক্রিয় ছিল সেটা বোঝা যায় মসজিদে ছোট বাচ্চা নিয়ে নারীদের সালাত আদায় করতে আসার হাদিস থেকে। এছাড়া এসকল হাদিসের বর্ণনা থেকে তৎকালীন এবং পরবর্তী উম্মাহের নারীদের জন্য বিভিন্ন নিয়ম কানুন বর্ণনা করা হয়েছে। যা মুসলিম নারীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং কুরআনে এবং হাদিসে বর্ণিত তৎকালীন নারীদের জীবনী উম্মাহের পরবর্তী নারীদের জীবনের জন্য আদর্শ স্বরূপ।

[সোর্স: আল হাদিস অ্যাপ, irdfoundation.com]

ইসলামের শুরুতে নারীর ভূমিকা

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلۡأُنثَىٰ ظَلَّ وَجۡهُهُۥ مُسۡوَدّٗا وَهُوَ كَظِيمٞ ٥٨

তাদের কাউকে যখন কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয়, তখন তার মুখ কালো হয়ে যায় আর সে অন্তর্জ্বালায় পুড়তে থাকে।
সূরা আন নাহল, আয়াত ৫৮

এই আয়াত থেকেই বোঝা যায়, ইসলাম প্রচারের পূর্বে তৎকালীন সময়ে নারী জাতি কতটা অবহেলার শিকার ছিল। এমনকি তৎকালীন কাফেররা শিশু কণ্যাকে জীবন্ত কবর দিতে দ্বিধা করতো না। কোন শিশু কণ্যা জন্ম নিলে তারা লজ্জায় মুখ দেখাতে পারতো না। নারীদের তখন অত্যন্ত নিচু শ্রেণীর প্রাণী হিসেবে বিবেচনা করা হতো। তাদেরকে একমাত্র ভোগের বস্তু ও দাসী হিসেবে বিবেচনা করতো কিন্তু একসময় এই নারীরাই ইসলাম প্রচার ও প্রসারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘হে মানবজাতি! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। পরে তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হতে পারো।’ (সুরা: হুজরাত, আয়াত: ১৩)

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানব সমাজের বিস্তৃতিতে নারী ও পুরুষ উভয়ের ভূমিকা সমানভাবে উল্লেখ করেছেন অর্থাৎ মানব সমাজ বিনির্মাণে উভয়েরই ভূমিকা রয়েছে। তাই এই মানব সমাজকে যদি সঠিক দিকনির্দেশনা দিতে হয় সেক্ষেত্রেও উভয়কেই ভূমিকা রাখতে হবে। যে কারো একার পক্ষে এই গুরুদায়িত্ব পালন করা কষ্টকর। যেটা আমরা ইসলাম প্রচারের শুরুতে নবী (সাঃ) এর জীবনে দেখতে পাই খাদিজা (রাঃ) ঐ সময়ে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

এ সম্পর্কে হাদিসে এসেছে,
উম্মুল মু’মিনীন ‘আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- এর নিকট সর্বপ্রথম যে ওয়াহী আসে, তা ছিল নিদ্রাবস্থায় বাস্তব স্বপ্নরূপে। যে স্বপ্নই তিনি দেখতেন তা একেবারে প্রভাতের আলোর ন্যায় প্রকাশিত হতো। অতঃপর তাঁর নিকট নির্জনতা পছন্দনীয় হয়ে দাঁড়ায় এবং তিনি 'হেরা'র গুহায় নির্জনে অবস্থান করতেন। আপন পরিবারের নিকট ফিরে এসে কিছু খাদ্যসামগ্রী সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার পূর্বে- এভাবে সেখানে তিনি এক নাগাড়ে বেশ কয়েক দিন 'ইবাদাতে মগ্ন থাকতেন। অতঃপর খাদীজা (রাঃ)-এর নিকট ফিরে এসে আবার একই সময়ের জন্য কিছু খাদ্যদ্রব্য নিয়ে যেতেন। এভাবে 'হেরা' গুহায় অবস্থানকালে তাঁর নিকট ওয়াহী আসলো। তাঁর নিকট ফেরেশতা এসে বললো, 'পাঠ করুন'। আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ ["আমি বললাম, 'আমি পড়তে জানি না।] তিনি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ অতঃপর সে আমাকে জড়িয়ে ধরে এমন ভাবে চাপ দিলো যে, আমার খুব কষ্ট হলো। অতঃপর সে আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললো, 'পাঠ করুন'। আমি বললামঃ আমি তো পড়তে জানি না'। সে দ্বিতীয় বার আমাকে জড়িয়ে ধরে এমনভাবে চাপ দিলো যে, আমার খুব কষ্ট হলো। অতঃপর সে আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললো, 'পাঠ করুন'। আমি উত্তর দিলাম, 'আমি তো পড়তে জানি না'। আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, অতঃপর তৃতীয়বারে তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে চাপ দিলেন। তারপর ছেড়ে দিয়ে বললেন, "পাঠ করুন আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত পিন্ড থেকে, পাঠ করুন, আর আপনার রব অতিশয় দয়ালু"- (সূরা আলাক্ব ৯৬/১-৩)। অতঃপর এ আয়াত নিয়ে আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- প্রত্যাবর্তন করলেন। তাঁর হৃদয় তখন কাঁপছিল। তিনি খাদীজা বিন্‌তু খুওয়ায়লিদের নিকট এসে বললেন, 'আমাকে চাদর দ্বারা আবৃত কর', 'আমাকে চাদর দ্বারা আবৃত কর'। তাঁরা তাঁকে চাদর দ্বারা আবৃত করলেন। এমনকি তাঁর শংকা দূর হলো। তখন তিনি খাদীজা (রাঃ) এর নিকট ঘটনাবৃত্তান্ত জানিয়ে তাঁকে বললেন, আমি আমার নিজেকে নিয়ে শংকা বোধ করছি। খাদীজা (রাঃ) বললেন, আল্লাহর কসম, কখনই নয়। আল্লাহ আপনাকে কখনো লাঞ্ছিত করবেন না। আপনি তো আত্মীয়–স্বজনের সঙ্গে সদাচরণ করেন, অসহায় দুস্থদের দায়িত্ব বহন করেন, নিঃস্বকে সহযোগিতা করেন, মেহমানের আপ্যায়ন করেন এবং হক পথের দুর্দশাগ্রস্থকে সাহায্য করেন। অতঃপর তাঁকে নিয়ে খাদীজা (রাঃ) তাঁর চাচাত ভাই ওয়ারাকাহ ইব্‌নু নাওফাল ইব্‌নু 'আবদুল আসাদ ইব্‌নু 'আবদুল 'উযযাহ'র

নিকট গেলেন, যিনি অন্ধকার যুগে 'ঈসায়ী ধর্ম গ্রহন করেছিলেন। যিনি ইবরানী ভাষায় লিখতে পারতেন এবং আল্লাহর তাওফীক অনুযায়ী ইবরানী ভাষায় ইনজীল হতে ভাষান্তর করতেন। তিনি ছিলেন অতি বৃদ্ধ এবং অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। খাদীজা (রাঃ) তাঁকে বললেন, 'হে চাচাত ভাই! আপনার ভাতিজার কথা শুনুন'। ওয়ারাকাহ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ভাতিজা! তুমি কী দেখ?' আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা দেখেছিলেন, সবই বর্ণনা করলেন। তখন ওয়ারাকাহ তাঁকে বললেন, এটা সেই বার্তাবাহক যাকে আল্লাহ মূসা ('আঃ)- এর নিকট পাঠিয়েছিলেন। আফসোস! আমি যদি সেদিন যুবক থাকতাম। আফসোস ! আমি যদি সেদিন জীবিত থাকতাম, যেদিন তোমার কওম তোমাকে বহিষ্কার করবে'। আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, ['তারা কি আমাকে বের করে দেবে?'] তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, তুমি যা নিয়ে এসেছো অনুরূপ (ওয়াহী) কিছু যিনিই নিয়ে এসেছেন তাঁর সঙ্গেই বৈরিতাপূর্ণ আচরণ করা হয়েছে। সেদিন যদি আমি থাকি, তবে তোমাকে জোরালোভাবে সাহায্য করব। এর কিছুদিন পর ওয়ারাকাহ ('আঃ) ইন্তিকাল করেন। আর ওয়াহীর বিরতি ঘটে।(৩৩৯২, ৪৯৫৩, ৪৯৫৫, ৪৯৫৬, ৪৯৫৭, ৬৯৮২; মুসলিম ১/৭৩ হাঃ ১৬০, আহমাদ ২৬০১৮) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ৩, ইসলামী ফাউন্ডেশনঃ ৩)

সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৩

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

সোর্স: আল হাদিস অ্যাপ, irdfoundation.com

এ হাদিস থেকে বোঝা যায়, রাসূলাল্লাহ (সাঃ) এর জীবনে খাদিজা (রাঃ) এর উৎসাহ-উদ্দীপনা কতটা জরুরী ছিল এবং তার পাশে দাড়ানোর ফলেই মহানবী (সাঃ) মানসিক ভাবে কতটা দৃঢ়তা লাভ করে। শুধু তা-ই নয়, তিনিই ছিলেন সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তি। তৎকালীন সময়ে ইসলাম গ্রহণ, পালন এবং প্রচার করা কতটা জটিল এবং ঝুঁকিপূর্ণ ছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এ সম্পর্কে আমরা ইসলামের ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলেই জানতে পারি। এর পাশাপাশি পরবর্তী সময়ে খাদিজা (রাঃ) তার সমস্ত অর্থ - সম্পদ থেকে কোন ধরনের কার্পণ্যতা ছাড়াই আল্লাহর পথে ব্যয় করেছিলেন।

খাদিজা (রাঃ) ছাড়াও পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করা নারী সাহাবীরাও ইসলাম প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তারা কুরআনের আয়াত - হাদীসের বাণী মুখস্থ রেখে, অর্থ - সম্পদ ব্যয় করে, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে, হিজরত করে, নিজেদের পরিবার বর্গের জীবন বিপন্ন করে, কোন কোন নারী সাহাবী যুদ্ধে অংশ নিয়ে, যুদ্ধে আহতদের সেবা করে ইত্যাদি বিভিন্ন ভাবে ইসলামের প্রচার ও প্রসার সাহায্য করেন। এমনকি নারী সাহাবীরা কাফেরদের অত্যাচারের শিকার হয়ে তাদের জীবন ও দিয়ে দিয়েছিলেন। ইসলামের প্রথম শহীদ সাহাবী ছিলেন একজন নারী সাহাবী, যার নাম ছিল হযরত সুমাইয়া (রাঃ)। এভাবেই দৃঢ়তার সাথে নারীরা ইসলামের শুরুর দিকে ইসলাম প্রচার ও প্রসারে অবদান রেখে গেছেন।

হিজরতে নারীর ভূমিকা

সাহাবীদের উপর যখন কাফেরদের নির্যাতনের মাত্রা অসহনীয় হারে বৃদ্ধি পেতে থাকল তখন রাসুলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবীদের হিজরতের নির্দেশ দিলেন। পুরুষ সাহাবীদের পাশাপাশি অনেক নারী সাহাবীরা হিজরত করেন। এরপর ব্যাপক হারে নারী ও পুরুষ উভয় সাহাবীরাই হিজরত করা শুরু করেন। রাসুলুল্লাহ (সাঃ)আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশীর উদারতার সম্পর্কে জানতেন। তাই তিনি সাহাবীদের আবিসিনিয়ায় হিজরতের নির্দেশ দিলেন।

ইসলামের অভ্যুদয়ের পর সেটাই ছিল প্রথম হিজরাত। এই হিজরাতের জন্য যাঁরা প্রথম স্বদেশ ত্যাগ করেন তাঁরা হলেন উসমান ইবনে আফফান ও তাঁর স্ত্রী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা রুকাইয়া, আবু হুযাইফা ইবনে উতবা ও তাঁর স্ত্রী সাহলা বিনতে সুহাইল, যুবাইর ইবনুল আওয়াম, মুসআব ইবনে 'উমাইর, আবদুর রহমান ইবনে আউফ, আবু সালামা ইবনে আবদুল আসাদ ও তাঁর স্ত্রী উম্মে সালামা বিনতে আবু উমাইয়া, উসমান ইবনে মাযউন, 'আমের ইবনে রাবীয়া ও তাঁর স্ত্রী লায়লা বিনতে আবি হাসমা, আবু সাবরা ইবনে আবু রুহম ও সুহাইল ইবনে বাইদা। এই দশজন আবিসিনিয়ায় হিজরাতকারী প্রথম মুসলমান। (ইবনে হিশামের মতে উসমান ইবনে মাযউন ছিলেন দলনেতা।) এরপর দেশত্যাগ করেন জাফর ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু।

(সোর্সঃ সীরাতে ইবনে হিশাম)

এর বেশ কিছুদিন পর মুসলিমরা কাফেরদের ইসলাম গ্রহণ করার ভুল সংবাদ পেয়ে পুনরায় মক্কা ফিরে আসে। কিন্তু আসার পর উপলব্ধি করে যে, তাদের প্রাপ্ত সংবাদ ছিল মিথ্যা। এরপর তারা মক্কাতে অবস্থান করতে থাকে কিন্তু মক্কাতে থাকা মুহাজিরগণের উপর কাফেররা এবার অসহ্য অত্যাচার, নিপীড়ন করা শুরু করে। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে মুসলমানগণ পুনরায় হিজরতের প্রস্তুতি নেয়।

দ্বিতীয় দফায় সর্বমোট ৮২ জন কিংবা ৮৩ জন পুরুষ হিজরত করেছিলেন (এর মধ্যে 'আম্মার-এর হিজরত সম্পর্কে মত পার্থক্য রয়েছে) এবং ১৮ কিংবা ১৯ জন মহিলা ঐ

দলে ছিলেন।' আল্লামা সুলাইমান মানসুরপুরী দৃঢ়ভাবে মহিলা মুহাজিরগণের সংখ্যা ১৮ বলেছেন।

(সোর্সঃ আর রাহীকুল মাখতূম)

হিজরতকারী নারী সাহাবীদের মধ্যে উম্মু সালামাহ এর হিজরতটি ছিল অন্যতম হৃদয় বিদারক।

সর্ব প্রথম মুহাজির ছিলেন আবু সালামাহ। ইবনু ইসহাকের মতে, তিনি 'আক্কাবার বড় শপথের পূর্বেই হিজরত করেছিলেন। সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েরা। যখন তিনি মক্কা শরীফ থেকে যাত্রা করতে চাইলেন তখন তাঁর শ্বশুর পক্ষ বলল, 'আপনার নিজ প্রাণের ব্যাপারে আপনি আমাদের উপর জয়ী হলেন। কিন্তু আমাদের কন্যাকে আপনার সঙ্গে শহর থেকে শহরে ঘুরে বেড়াতে দিতে পারি না।'

এ কথা বলার পর তাঁরা তাঁর স্ত্রীকে তাঁর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেলেন। এতে আবূ সালামাহ (রাঃ) এর আত্মীয়-স্বজন অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন এবং বললেন, 'তোমরা যখন এ মহিলাকে আমাদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নিচ্ছ তখন আমরাও আমাদের সন্তানটিকে কিছুতেই থাকতে দিতে পারি না।'

তারপর সন্তানটিকে নিয়ে উভয় পক্ষ টানাটানির ফলে শিশুটির একটি হাত উপড়ে গেল। এমন এক অবস্থার মধ্যে আবূ সালামাহর আত্মীয়-স্বজনেরা শিশুটিকে নিজেদের অধিকারে নিয়ে যান। এ কারণে আবূ সালামাহকে একাকী মদীনা গমন করতে হয়।

এরপর থেকে উম্মু সালামাহ (রাঃ) এর অবস্থা এমনটি হল যে, প্রত্যহ সকালে তিনি আবতাহ (যেখানে এ ঘটনা ঘটেছিল) আসতেন এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত কান্নাকাটি করতে থাকতেন। এ অবস্থায় তাঁর অতিবাহিত হয়ে যায় প্রায় একটি বছর। তাঁর এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে কোন এক আত্মীয় গভীর মর্মবেদনা অনুভব করতে থাকেন। তিনি বলেন,

কেন একে যেতে দিচ্ছ না। অনর্থক কেন তাকে তার স্বামী ও সন্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছ?

এ কথাবার্তার পরিপ্রেক্ষিতে তার আত্মীয়রা তাকে বলল, তুমি যদি ইচ্ছে কর তাহলে স্বামীর নিকট যেতে পার। তখন তিনি সন্তানটিকে তার দাদার বাড়ী হতে ফেরত নিয়ে মদীনার উদ্দেশ্যে বের হয়ে গেলেন। এ সফর হলো দীর্ঘ পাঁচশত কিলোমিটারের। আর তাঁকে পথ চলতে হবে দুর্গম পাহাড় ও ভয়ংকর সব উপত্যকা হয়ে অথচ তার সঙ্গে কোন সঙ্গী-সাথি নেই। আল্লাহু আকবার। সন্তানসহ যখন তিনি তান'ঈম গিয়ে পৌঁছলেন তখন 'উসমান বিন ত্বালহাহ বিন আবু তালহাহর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হল। অবস্থা অবগত হয়ে সহযাত্রীরূপে মদীনা পৌঁছানোর জন্য নিয়ে গেলেন। যখন জনবসতি দৃষ্টি গোচর হল তখন তিনি বললেন, 'এ গ্রামে তোমার স্বামী আছেন, এ গ্রামে চলে যাও। আল্লাহ বরকতময়, বরকত দিন"। এরপর তিনি 'মক্কার অভিমুখে অগ্রসর হলেন।'

(সোর্স: ইবনু হিশাম, ১/৪৬৮-৪৭০ পৃ.।)

এভাবেই ইসলামের ইতিহাসে হিজরতের মতো কঠিনতর সময়েও নারী সাহাবীরা প্রত্যক্ষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

ইসলামের বিজয়ে নারীর ভূমিকা

ইসলামের বিভিন্ন যুদ্ধে নারী সাহাবীগণ প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ ভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ নারী সাহাবীরা যুদ্ধে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে অংশগ্রহণ করতেন।

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, উম্মে সুলাইম (রা.) ও তাঁর সঙ্গের আনসার নারীদের নিয়ে রাসুলুল্লাহ (সা.) যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতেন। যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁরা পানি পান করাতেন এবং আহতদের জখমে ওষুধ লাগিয়ে দিতেন। (সুনানে আবি দাউদ, হাদিস : ১৫৭৫)

আনাস (রা.) থেকে আরও বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদের যুদ্ধে সাহাবিরা রাসুল (সা.) থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। আমি দেখলাম, আয়েশা বিনতে আবু বকর (রা.) ও উম্মে সুলাইম (রা.) তাঁদের আঁচল এতটুকু উঠিয়ে নিয়েছেন যে আমি তাঁদের উভয় পায়ের গহনা দেখছিলাম। তাঁরা উভয়েই মশক পিঠে করে সাহাবিদের মুখে পানি ঢেলে দিচ্ছিলেন। আবার ফিরে গিয়ে মশক ভর্তি করে নিয়ে এসে সাহাবীদের মুখে পানি ঢেলে দিচ্ছিলেন। (বুখারি, হাদিস : ২৮৮০)

• এ সম্পর্কিত কতিপয় হাদীস-

• ইয়াজিদ ইবনে হুরমুয (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, নাজদাতুল খারেজী ইবনে আব্বাস (রাঃ)- এর কাছে পত্র লেখেন। তার মাধ্যমে তিনি পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে জানতে চান। ইবনে আব্বাস জবাবে লেখেন তুমি আমার কাছে জানতে চেয়েছ যে, রাসূল কি নারীদেরকে জিহাদে শামিল করেছিলেন? হ্যাঁ, তিনি তাদেরকে জিহাদে শামিল করেছিলেন, তারা আহতদের শুশ্রূষা করেছিলেন এবং গনিমতের সম্পদ লাভ করেছিলেন। (১)

• রুবাই বিনতে মুআওবিস (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে তিনি বলেন, তাঁর বোনের স্বামী নবী এর সাথে বারোটি যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন। তার স্বামীর সাথে দুটি যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে, আমরা যুদ্ধ ফেরত রোগীদের সেবা করতাম এবং আহতদের ক্ষত স্থান পরিষ্কার করে ওষুধ লাগিয়ে দিতাম। (২)

◆ আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হুনাইনের যুদ্ধে উম্মে সুলাইম (রাঃ) একটি খঞ্জর সঙ্গে করে এনেছিলেন। আবু তালহা (রাঃ) সেটি দেখেন। তিনি বলেন, "হে আল্লাহর রাসূল এই যে উম্মে সুলাইম, তার কাছে একটি খঞ্জর আছে।" রাসূল (সাঃ) তাকে বলেন, "এ খঞ্জরটা কোন কাজে লাগবে?" উম্মে সুলাইম (রাঃ) জবাব দিলেন, "এটা আমি নিয়ে এসেছি এ জন্য যে যদি মুশরিকদের কেউ আমার কাছাকাছি এসে যায় তাহলে এটা দিয়ে আমি তার পেট ফেঁড়ে ফেলব।" এ কথায় রাসূল (সাঃ) হেসে দিলেন। [৩]

• রাসূল (সাঃ) -এর ওফাতের পর আবু বকর (রাঃ) খলীফা হন। তার আমলে মুসাইলামাতুল কাযযাবের বিরুদ্ধে বহু নারী জিহাদে অংশগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে উম্মে আম্মারাহ (রাঃ) -এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি এ জিহাদে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করেন। মুসাইলামাকে হত্যার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেন। এতে তিনি মারাত্মক আহত হন এবং কনুই পর্যন্ত একটি হাতও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। [৪]

• আবু বকর (রাঃ) -এর খেলাফতকালে রোমানদের বিরুদ্ধে জিহাদে উম্মে হাকাম (রাঃ) শরীক ছিলেন। তিনি তাঁর তাঁবুর একটি মোটা দণ্ড নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং একাই শত্রু সেনাদের সাতজনকে হত্যা করেন।

উমার (রাঃ) -এর আমলে ১৫ হিজরিতে ইয়ারমুকের যুদ্ধে আসমা বিনতে ইয়াজিদ প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি একাই তাঁবুর খুঁটির আঘাতে নয় জন রোমান সৈন্য হত্যা করে বীরাঙ্গনার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। [৫]

• আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন রাসূল তাঁর খালা উম্মে হারাম বিনতে মিলহান (রাঃ) -এর বাড়িতে যান, সেখানে শয়ন করেন। তারপর উঠে হাসতে থাকেন। উম্মে হারাম বিনতে মিলহান (রাঃ) বলেন, "হে আল্লাহর রাসূল, আপনি হাসছেন কেন?" তিনি জবাবে বলেন, "আমার উম্মতের কিছু লোক (আল্লাহর পথে জিহাদ করার জন্য) নৌযানে চড়ে ভূমধ্যসাগরে গমন করবে। (দুনিয়ায় ও আখিরাতে) তারা সিংহাসনে উপবিষ্ট বাদশাহদের মতো হবে।" এ কথা শুনে উম্মে হারাম বিনতে মিলহান (রাঃ) বলেন, "হে আল্লাহর রাসূল আল্লাহর কাছে দু'আ করুন আমাকে যেন তিনি তাদের মধ্যে শামিল করেন।" জবাবে রাসূল দু'আ করেন, "হে আল্লাহ তাকে তাদের মধ্যে

শামিল করুন।" অতঃপর মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রাঃ) -এর যুগে নৌবহরে তিনি সওয়ার হন বিনতে কাযরার সাথে। তারপর ফেরার সময় নিজের সাওয়ারির পিঠে চড়লে তা তাকে ফেলে দেয়। তিনি নিচে পড়ে শাহাদাত বরণ করেন। [৬]

১• সহিহ মুসলিম ৫/১৯৭ ২• সহিহ বুখারী ৩/১২২ ৩• সহীহ মুসলিম ৫/১৯৬ ৪•নিসাউ হাওলার রসূল ১২৩ থেকে ১২৫ ৫• আল ইসাবা তামইযিস সাহাবা ১৩/৮৫ ৬• সহিহ বুখারী ২৭৮৯; সহীহ মুসলিম ১৯১২,২৩৩১; সিআরু আলামিন নুবালা ২/ ৩১৬

[সোর্স: মুহস্বানাত]

উহুদের যুদ্ধে মুসলিমদের মারাত্মক বিপর্যয়ের সময় এগিয়ে আসেন একজন নারী সাহাবী যার নাম নুসাইবাহ বিনতু কা'ব, এক অসাধারণ মহিলাও অসীম বীরত্ব ও আত্মত্যাগের পরিচয় প্রদান করেন। তিনি বিবি 'আয়িশাহ ও অন্যান্য মুসলিম মহিলাদের সঙ্গে শুশ্রূষা কারিণীরূপে সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে আহত সৈনিকদের পানি সরবরাহ এবং তাদের অন্যান্য প্রকার সেবা শুশ্রূষা করছিলেন। এমন সময় তিনি শুনতে পেলেন যে, মুসলিমরা পরাজিত হয়েছেন এবং কুরাইশ সৈন্য রাসূলুল্লাহ (স)-কে আক্রমণ করতে শুরু করেছে। এ সংবাদ শ্রবণ মাত্র উম্মু 'উমারাহ আন্না কাঁধের মশক ও হাতের জলপাত্র ছুঁড়ে ফেলেন। ঐ সময় মুষ্টিমেয় ভক্ত প্রাণপণ করে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) -এর দেহ রক্ষা করছিলেন। উম্মু 'উমারাহ সিংহীর ন্যায় বিক্রম সহকারে সেখানে উপস্থিত হলেন এবং বিশেষ ক্ষিপ্রতা ও নৈপুণ্য সহকারে তীর বর্ষণ করে কুরাইশদেরকে ধ্বংস করতে লাগলেন। এক সময় তিনি ইবনু কামিয়ার সামনে পড়ে গেলেন। ইবনু কামিয়াহ তার কাঁধের উপর এত জোরে তরবারীর আঘাত করল যে, এর ফলে। তার কাঁধ গভীরভাবে যখম হল। তিনিও তার তরবারী দ্বারা ইবনু কামিয়াহকে কয়েকবার আঘাত করলেন। কিন্তু নরাধম দুটি লৌহবর্ম পরিহিত ছিল বলে বেঁচে গেল। শত্রুদের বর্শা ও তরবারীর আঘাতে তার সারা। দেহ ক্ষতবিক্ষত ও জর্জরিত হয়ে পড়ল। কিন্তু এ বীরাঙ্গনা সে দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে নিজের কর্তব্য পালন। করে যেতে লাগলেন। উহুদ যুদ্ধের বর্ণনাকালে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, 'ঐ বিপদের সময় আমি। দক্ষিণে

বামে যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, সে দিকেই দেখি যে, উম্মু 'উমারাহ আমাকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ করছেন।'

সর্বপ্রথম ইসলামের জন্য শহীদ ব্যক্তি সুমাইয়া (রা.)। তার পুত্রের নাম আম্মার বিন ইয়াসির। 'আম্মার বিন ইয়াসির বনু মাখযূমের ক্রীতদাস ছিলেন। তাঁর পিতার নাম ছিল ইয়াসির। তিনি এবং তাঁর পিতামাতা সকলে একই সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের কারণে তাঁদের উপর কেয়ামতের আযাব ভেঙ্গে পড়ে। দুপুর বেলা প্রখর রোদ্র তাপে মরুভূমির বালুকণারাশি এবং কংকর রাশি যখন আগুণের মতো উত্তপ্ত থাকত তখন আবূ জাহলের নেতৃত্বে মুশরিকগণ তাদেরকে নিয়ে গিয়ে সেই উত্তপ্ত বালি এবং কংকরের উপর শুইয়ে দিয়ে শাস্তি দিত। এক দিবস তাঁদেরকে যখন সেভাবে শাস্তি দেয়া হচ্ছিল এমন সময় রাসূলুল্লাহ(সঃ) সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাদেরকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন, 'হে ইয়াসিরের বংশধর! ধৈর্য্য ধারণ করো, তোমাদের স্থান জান্নাতে।' অতঃপর শাস্তি চলা অবস্থায় ইয়াসির মৃত্যুবরণ করেন।

পাষণ্ড আবু জাহল 'আম্মারের মা সুমাইয়ার নারী অঙ্গে বর্শা বিদ্ধ করে। অতঃপর তিনি মারা যান। মুসলিম মহিলাদের মধ্যে তিনি ছিলেন প্রথম শহীদ। সুমাইয়া বিনতে খাইয়াত ছিলেন আবু হুজাইফাহ বিন আব্দুল্লাহ বিন উমার বিন মাখযূমের ক্রীতদাসী। সুমাইয়া ছিলেন অতি বৃদ্ধা এবং দুর্বল।

রুমী কৃতদাসী যিন্নীরাহ ইসলাম গ্রহণ করলে এবং আল্লাহর উপর ঈমান আনার কারণে তাকে শাস্তি দেয়া হয়। তাকে চোখে আঘাত করা হয় ফলে তিনি অন্ধ হয়ে যান। অন্ধ হওয়ার পরে তাকে বলা হলো তোমাকে আসর লেগেছে। উত্তরে যিন্নীরাহ বললেন, আল্লাহর কসম! আমাকে লাত ও 'উয্যার আসর লাগে নি। বরং এটা আল্লাহর একটা অনুগ্রহ এবং আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় তা ভাল হয়ে যাবে। অতঃপর একদিন সকালে দেখা গেল যে, আল্লাহ তা'আলা তার চক্ষু ভাল করে দিয়েছেন। তার এ অবস্থা দর্শন করে কুরাইশরা বলল, এটা মুহাম্মদ এর একটা যাদু।

বনু যুহরার কৃতদাসী উম্মু 'উবায়েস ইসলাম গ্রহণ করার কারণে মুশরিকগণ তাকে শাস্তি দিত; বিশেষ করে তার মনীব আসওয়াদ বিন 'আবদে ইয়াগুস খুব শাস্তি দিত। সে রাসূলুল্লাহ)-এর ঘোরতর শত্রু এবং ঠাট্টা-বিদ্রূপকারীদের অন্যতম ছিল।

নাহদিয়া ও তার কন্যা উম্মু উবায়েস সকলেই দাসী ছিলেন। এরা উভয়েই বনু আব্দুদ্দার গোত্রের। ইসলাম গ্রহণের পর এরা সকলেই মুশরিকদের হাতে নানা ভাবে নির্যাতিত ও নিগৃহীত হওয়ার ফলে অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ও জ্বালা-যন্ত্রণার সম্মুখীন হন।

এভাবেই ইসলামের বিজয়ে নারী সাহাবীরা আত্মত্যাগ করেছিলেন।

[সোর্স : আর-রাহীকুল মাখতুম।]

সমাজের শালীনতা রক্ষায় নারীর ভূমিকা

সমাজকে অশ্লীলতা ও ব্যভিচার থেকে মুক্ত রাখতে আল্লাহ নারী পুরুষ উভয়কেই আদেশ দিয়েছেন। তবে এক্ষেত্রে নারীর পদক্ষেপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তা পুরুষের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। নারীর শরীর মহা মূল্যবান এবং তা পুরুষের নিকট বিশেষভাবে আকর্ষণীয়। আর এই আকর্ষণ থেকেই শুরু হয় ফিতনার। এই ফিতনা রুখতে পুরুষের পাশাপাশি সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করতে পারে একজন নারী নিজেই।

এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের সূরা নূরে বলা হয়েছে,
“"প্রত্যেক বিশ্বাসী পুরুষদের বল, তাঁরা যেন তাঁদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে। এবং তাঁদের লজ্জাস্থান সমূহ হেফাজত করে। এটাই তাঁদের জন্য উত্তম পন্থা। আল্লাহ তায়ালা সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অবগত। এবং বিশ্বাসী নারীদেরকে বল, তাঁরা যেন তাঁদের দৃষ্টি অবনত রাখে। এবং তাঁদের লজ্জাস্থান সমূহের সংযত সংরক্ষণ করে এবং তাঁদের দৈহিক সৌন্দর্য ও অলংকারের প্রদর্শনী না করে। তবে, অনিবার্য ভাবে যা উন্মুক্ত থাকে (তাতে কোনো দোষ নেই)। তাঁরা যেন তাঁদের বক্ষের ওপরে চাদর ঝুলিয়ে দেয় এবং তাঁদের স্বামী, তাঁদের পিতা, শ্বশুর এবং সন্তানদের ছাড়া তাঁদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে। "২৪:৩০-৩১”

আল্লাহ আরও বলেন,
وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيْرِ أُو۟لِى ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا۟ عَلَىٰ عَوْرَٰتِ ٱلنِّسَآءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٣١
আর ঈমানদার নারীদেরকে বলে দাও তাদের দৃষ্টি অবনমিত করতে আর তাদের লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করতে, আর তাদের শোভা সৌন্দর্য প্রকাশ না করতে যা এমনিতেই প্রকাশিত হয় তা ব্যতীত। তাদের ঘাড় ও বুক যেন মাথার কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়। তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভাই, ভাই-এর ছেলে, বোনের ছেলে, নিজেদের মহিলাগণ, স্বীয় মালিকানাধীন দাসী, পুরুষদের মধ্যে যৌন কামনামুক্ত পুরুষ আর নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ছাড়া অন্যের কাছে নিজেদের শোভা সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। আর তারা যেন নিজেদের গোপন শোভা সৌন্দর্য প্রকাশ

করার জন্য সজোরে পদচারণা না করে। হে মু’মিনগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট তাওবাহ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।

সূরা আন নূর, আয়াত ৩১

আল্লাহ কুরআনে বলেন,

لَّاجُنَاحَعَلَيۡهِنَّفِيٓءَابَآئِهِنَّوَلَآأَبۡنَآئِهِنَّوَلَآإِخۡوَٰنِهِنَّوَلَآأَبۡنَآءِإِخۡوَٰنِهِنَّوَلَآأَبۡنَآءِأَخَوَٰتِهِنَّوَلَانِسَآئِهِنَّوَلَامَامَلَكَتۡأَيۡمَٰنُهُنَّۗوَ
ٱتَّقِينَٱللَّهَۚإِنَّٱللَّهَكَانَعَلَىٰكُلِّشَيۡءٖشَهِيدًا٥٥

কোন অপরাধ নেই (যদি নবীর স্ত্রীগণ সামনে যায়) তাদের পিতৃদের, তাদের পুত্রদের, তাদের ভ্রাতৃদের, তাদের ভ্রাতুষ্পুত্রদের, তাদের ভগ্নীপুত্রদের, তাদের নারীদের ও তাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের। আর (হে নবীর স্ত্রীগণ!) তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ সকল জিনিসেরই প্রত্যক্ষদর্শী।

সূরা আল আহযাব, আয়াত ৫৫

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

وَٱلۡقَوَٰعِدُمِنَٱلنِّسَآءِٱلَّٰتِيلَايَرۡجُونَنِكَاحٗافَلَيۡسَعَلَيۡهِنَّجُنَاحٌأَنيَضَعۡنَثِيَابَهُنَّغَيۡرَمُتَبَرِّجَٰتِۭبِزِينَةٖۖوَأَنيَسۡتَعۡفِفۡنَخَيۡرٞلَّهُنَّۗوَٱ
للَّهُسَمِيعٌعَلِيم٦٠ ۞

বয়স্কা নারীরা যারা বিয়ের আশা রাখে না, তাদের প্রতি কোন দোষ বর্তাবে না যদি তারা তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না ক’রে তাদের (উপরি) পোশাক খুলে রাখে, তবে এথেকে যদি তারা বিরত থাকে তবে সেটাই তাদের জন্য উত্তম। আল্লাহ সব কিছু শোনেন, সব কিছু সম্পর্কে পূর্ণ অবগত।

সূরা আন নূর, আয়াত ৬০

উপরের আয়াত গুলোতে কাদের সাথে পর্দা করা উচিত, কীভাবে করা উচিত এবং কাদের উপর পর্দা করা ফরজ সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা নিজেই সুস্পষ্টভাবে নারীদের দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। একজন ঈমানদার নারীর দৃষ্টি কেমন হবে, তার মাহরাম কারা, তার কীভাবে কাপড় পরিধান করতে হবে সেই দিকনির্দেশনা পর্যন্ত স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা দিয়ে দিয়েছেন সুবহানআল্লাহ!

নারীদের ঘরের বাইরে যাওয়ার ক্ষেত্রে মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ পবিত্র কোরআনের সূরা আহযাবে বলা হয়েছে,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ يُدۡنِينَ عَلَيۡهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَن يُعۡرَفۡنَ فَلَا يُؤۡذَيۡنَۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٥٩

হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে, তোমার কন্যাদেরকে আর মু'মিনদের নারীদেরকে বলে দাও- তারা যেন তাদের চাদরের কিছু অংশ নিজেদের উপর টেনে দেয় (যখন তারা বাড়ীর বাইরে যায়), এতে তাদেরকে চেনা সহজতর হবে এবং তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা আল আহযাব, আয়াত ৫৯

সাধারণত ইসলাম সর্বাবস্থায় নারীদের ঘরে আবদ্ধ করে রাখার কথা বলে না। এ সম্পর্কে হযরত আয়েশা থেকে বর্ণিত, "রাসূল বলেন, অবশ্যই প্রয়োজনে তোমাদের (নারীদের) বাইরে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে।"৪৪৩৬"

তবে, সেক্ষেত্রে দূর যাত্রা হলে সাথে মাহরাম নিতে হবে। মাহরাম হল সাথে কোনো পুরুষ অভিভাবক থাকা। এ সম্পর্কে সহীহ বোখারী শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, "রাসূলুল্লাহ বলেছেন, মাহরামের উপস্থিতি ব্যতীত কোনো পুরুষ কোনো নারীর সাথে সাক্ষাৎ করতে পারবে না। এক ব্যক্তি ওঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার স্ত্রী হজ্বে বেরিয়ে গেছে। এবং অমুক অমুক জিহাদে অংশগ্রহণের জন্য আমার নাম তালিকাভূক্ত করা হয়েছে। নবী বললেন, ফিরে যাও এবং স্ত্রীর সাথে হজ্ব সমাপন কর।"৪৮৫৭"

আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেন,

فَجَآءَتۡهُ إِحۡدَىٰهُمَا تَمۡشِي عَلَى ٱسۡتِحۡيَآءٖ قَالَتۡ إِنَّ أَبِي يَدۡعُوكَ لِيَجۡزِيَكَ أَجۡرَ مَا سَقَيۡتَ لَنَاۚ فَلَمَّا جَآءَهُۥ وَقَصَّ عَلَيۡهِ ٱلۡقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفۡۖ نَجَوۡتَ مِنَ ٱلۡقَوۡمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ٢٥

তখন নারীদ্বয়ের একজন তার কাছে সলজ্জ পদে আসল। সে বলল- 'আমার পিতা তোমাকে ডাকছে তুমি আমাদের জন্য (জন্তুগুলোকে) পানি পান করিয়েছ তোমাকে তার প্রতিদান দেয়ার জন্য। যখন মূসা তার কাছে গেল আর তার কাছে সকল ঘটনা বিবৃত করল, সে বলল- তুমি ভয় করো না, 'তুমি যালিম গোষ্ঠীর থেকে রেহাই পেয়ে গেছ।'

সূরা আল কাসাস, আয়াত ২৫

এ আয়াতে শুয়াইব (আঃ) এর ২ কন্যার বাড়ির বাইরের লজ্জাশীলতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যা নারীদের ঘরের বাইরে কেমন আচরণ হবে সে সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দেয়।

ইসলামের গবেষকেরা এই আয়াত সমূহ এবং এ সংক্রান্ত হাদিসের ওপর ভিত্তি করে, নারী-পুরুষের পর্দার একটা সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এক্ষেত্রে পুরুষের জন্য বাধ্যতামূলক হল, কমপক্ষে নাভী থেকে হাটু পর্যন্ত ঢেকে রাখা। আর নারীর জন্য বাধ্যতামূলক হল, কমপক্ষে দুই হাতের কব্জী এবং মূখ মন্ডল ছাড়া পুরো শরীর ঢেকে রাখা। কিছু কিছু বিশেষজ্ঞ বলেন, তাও ঢেকে রাখতে হবে।কারন চেহারা হচ্ছে সৌন্দর্যের গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ । এছাড়া পর্দার বাকি শর্তগুলো হল: পরিধেয় পোশাক ঢিলেঢালা হবে। যেন দেহের মূল কাঠামো প্রকাশ না পায়। পোশাক এত পাতলা ও স্বচ্ছ হবে না, যাতে ভেতরটা দেখা যায়। পোশাক বিপরীত লিঙ্গকে আকর্ষণ করার মত আকর্ষণীয় হবে না। পোশাকের ধরন বিপরীত লিঙ্গের মত হবে না। এবং পোশাকের ধরন অবিশ্বাসীদের মত হবে না। এই শর্তগুলো নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য একই রকম। [উইকিপিডিয়া]

ইসলাম ধর্মে নারীরা হীরকের চেয়েও মূল্যবান। এই কারণে তাদের উপর পর্দার বিধান ফরজ করা হয়েছে। পর্দাটা মুসলিম নারীদের উপর কোন বোঝা নয় বরং এটা তাদের সুরক্ষা ব্যবস্থা। পর্দা নারীকে ফিতনা থেকে হিফাজাত করে ও সুরক্ষিত রাখে। আর এই পর্দা মেনে চলার মাধ্যমেই নারীরা সমাজের শালীনতা রক্ষায় বিশেষ ভূমিকা পালন করে। একজন নারী নিজে পর্দা মেনে চলার মাধ্যমে অপর নারীকেও উৎসাহী করে থাকেন। সে চাইলে তার পরিবারে খুব সুন্দর ও সাবলীল ভাবে পর্দার পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে। তার সন্তানদের পর্দার জ্ঞান দিতে পারেন। বাড়ির পুরুষ সদস্যদের বোঝাতে পারেন নারীদের কিভাবে সম্মান ও মূল্যায়ন করতে হবে, কীভাবে দৃষ্টির হিফাজাত করতে হবে, বাড়ির ভিতরে ও বাহিরে মাহরাম ও গায়রে মাহরাম নারীদের প্রতি আচরণ কেমন হবে, পর্দা রক্ষায় কঠোর হওয়ার নির্দেশ দিতে হবে। এমনকি একজন নারী অন্য নারীদের মাঝেও পর্দা রক্ষার জন্য দাওয়াত দিতে পারেন, নিজের পরিবারের নারী সদস্যদের দাওয়াহ দিতে পারেন, কণ্যা সন্তানদের ও পরিবারের ছোট নারী সদস্যদের পর্দা রক্ষায় কঠোর দিক নির্দেশনা দিতে পারেন। এভাবেই নারীরা সমাজকে অশ্লীলতা ও ব্যভিচার মুক্ত রাখতে ভূমিকা রাখতে পারেন।

ইসলামিক জ্ঞানে নারীর ভূমিকা

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর একাধিক বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল রাসূলুল্লাহ এক অপরিণামদর্শী সম্প্রদায়ের লোকজনদের শিক্ষাদীক্ষা, তাদের প্রবৃত্তিকে পবিত্র ও সুসংহত করা এবং সভ্যতা ও সামাজিক শিক্ষা দেয়ার জন্য নির্দেশিত ছিলেন। যারা ছিল শালীনতা, সামাজিকতা ও নৈতিকতার সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত। অথচ ইসলামী সমাজ সংগঠনের ক্ষেত্রে পুরুষ ও মহিলাদের অবাধ সংমিশ্রণের কোন অবকাশ ছিল না এবং এ ব্যাপারে অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল মহিলাদের উত্তম শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের। পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের শিক্ষার প্রয়োজন কোন অংশেই কম ছিল না, বরং যেহেতু তাদের শিক্ষাদীক্ষার সুযোগ ছিল অত্যন্ত সীমিত সেহেতু তার প্রয়োজন ছিল অপেক্ষাকৃত বেশী। এ কারণেই নাবী কারীম (স)-এর সামনে একটি পথ খোলা ছিল এবং সেটি ছিল বিভিন্ন বয়স এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এমন কতগুলো মহিলা মনোনীত করা যাদের মাধ্যমে মহিলাদের শিক্ষাদীক্ষার জন্য তিনি উপযুক্ত সুযোগ সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। তাঁদের নির্বাচনের পর তিনি তাঁদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা করবেন, তাঁদের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তিকে পবিত্র করে নেবেন। তাঁদেরকে শরীয়তের হুকুম আহকাম শিক্ষা দিবেন এবং ইসলামী সভ্যতা এবং সাজ-সজ্জায় এমনভাবে সজ্জিত করে তুলবেন যাতে তাঁরা শহর এবং গ্রামের সর্বত্র গমন করে যুবতী, বয়স্কা, বৃদ্ধা সকল বয়সের মহিলাদের ইসলামের হুকুম আহকাম ও মাসলা-মাসায়েল শেখাতে পারেন। নাবী কারীম (সাঃ)-এর প্রচার কাজে তাঁরা সুযোগ মত সহযোগী হয়ে কাজ করতে পারেন।

এ প্রেক্ষিতে আমরা দেখতে পাই যে, মুসলিম সমাজের মহিলাদের নিকট ইসলামের শিক্ষাদীক্ষা ও নাবী (সাঃ)-এর সুন্নাত পৌঁছে দেয়ার ব্যাপারে উম্মাহাতুল মু'মিনীনের (রাযিয়াল্লাহু আনহুন্না) ভূমিকা ছিল অতীব গুরুত্বপূর্ণ। তাঁদের মধ্যে থেকে যাঁরা দীর্ঘায়ু লাভ করেছিলেন এ ব্যাপারে তাঁদের ভূমিকা ছিল অধিক গুরুত্বপূর্ণ, যেমন- 'আয়িশাহ(রাঃ) নাবী (সাঃ)-এর কথা ও কাজ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন।

নবীপত্নী আয়েশা (রা.)-এর উম্মুল মু'মিনিনদের মধ্যে ছিলেন সবচেয়ে জ্ঞানী ও বুদ্ধিমতী। তার পিতা হযরত আবু বকর ছিলেন তৎকালীন আরবের মুষ্টিমেয় কয়েকজন বিদ্বানের মধ্যে অন্যতম। তিনিই কন্যা হযরত আয়েশার লেখাপড়ার ভার গ্রহণ

করেছিলেন। আয়েশা (রা.); হাদিস বর্ণনা, ইসলামী আইন, ফিকহ, ইতিহাস, বংশলতিকা, কবিতা ও চিকিৎসাবিজ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্ত্রী ছিলেন হযরত উম্মে সালামাহ (রাঃ)। জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং বুদ্ধিমত্তার দিক থেকে আয়েশা (রাঃ) এর পরেই তার স্থান ছিল। রাজনৈতিক ও পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ এবং দূরদৃষ্টি সম্পন্ন নারী। ৬ষ্ঠ হিজরিতে একটি বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষাপটে, বিশেষ পরিস্থিতিতে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য মহানবী (সাঃ) তার সাথে আলোচনা করেন এবং তার পরামর্শ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সফল হন। এই ঘটনা থেকে বোঝা যায় উম্মে সালামাহ রাদিয়াল্লাহু কতটা জ্ঞানী নারী ছিলেন।

এভাবেই ইসলামিক জ্ঞানে তৎকালীন নারীরা পরিপূর্ণ ছিলেন। ইসলাম নারীদের জ্ঞান অর্জনের জন্য উৎসাহ প্রদান করে থাকে। কারণ ইসলাম সম্পর্কে জানার জন্য জ্ঞান অর্জন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোরআনে অবতীর্ণ প্রথম সূরাটি হচ্ছে সূরা আলাক। যার প্রথম বাক্যটি হচ্ছে "পড়ো তোমার প্রভুর নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।" অর্থাৎ জ্ঞান অর্জনকে ইসলাম অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে থাকে। নারী পুরুষ উভয়ের জন্য জ্ঞান অর্জন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইসলাম যে সকল মূল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সে সকল বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা ফরজে আইন। অর্থাৎ প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির জন্য ওই সকল বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা বাধ্যতামূলক। যদি কেউ এসব বিষয়ে জ্ঞান অর্জন না করে তবে সে গুনাহগার হবে। এক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই এই বিধান কার্যকর।

ইমান, আকিদাহ, ফিকহ, কুরআন পাঠ, কুরআন উপলব্ধি, ইবাদাহ, গুরুত্বপূর্ণ দৈনন্দিন মাসআলা ইত্যাদি সম্পর্কে না জানলে একজন নারী পরিপূর্ণ রূপে ইসলাম পালন করতে পারবে না। তাই এসব বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা প্রতিটি মুসলিম নারীর জন্য বাধ্যতামূলক। যা আমরা নারী সাহাবীদের জীবনী পর্যবেক্ষণ করলে, জ্ঞান অর্জনে তাদের তৎপরতা থেকেই বুঝতে পারি।

পরিবার গঠনে নারীর ভূমিকা

পরিবারের গঠনে নারীর ভূমিকা পুরুষের মতোই অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে পুরুষের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ একটি পরিবার বিনির্মাণের মূল চাবিকাঠি থাকে নারীর হাতে। একজন নারী মা, স্ত্রী, কন্যা, বোন ইত্যাদি বিভিন্ন রূপে পরিবারের সদস্য হিসেবে অবস্থান করে। তবে একটি পরিবার গঠনে তুলনামূলকভাবে মা এবং স্ত্রীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

একটি পরিবারের মা যদি পূণ্যময়ী, ধার্মিক ও আল্লাহ ভীরু হয় তবে সহজেই তার সন্তানেরা তার ছায়ার নিচে এসে তারই দেখানো পথ অনুসরণ করে। একজন মা ই পারে তার সন্তানদের ইসলামিক শিক্ষার ভিত্তি গড়ে তুলতে, সন্তানদের মনে জান্নাতের স্বপ্ন দেখাতে ও জাহান্নামের ভয় সৃষ্টি করতে। একজন মা ই পারে তার সন্তানকে সঠিক পথের দিক নির্দেশনা দিতে। এজন্যই সন্তান লালন পালনে
রাসুল (সা.) তার উম্মতদের মায়ের প্রতি যত্নশীল হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।
(মুসলিম : ৬৩৯৪)

জীবন সঙ্গী হিসেবে একজন নারী যদি পুণ্যময়ী হয়ে থাকে তবে তার জীবনসঙ্গীর জীবনে জান্নাতী সুখ বয়ে যায়। একজন পুণ্যময়ী স্ত্রীই পারে তার পরিবারকে জান্নাতের বাগান হিসেবে গড়ে তুলতে। তবে এক্ষেত্রে অবশ্যই অবশ্যই আল্লাহ তা'আলার রাহমাহ ও বারাকাহ থাকা প্রয়োজন। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'পার্থিব জগতটাই হলো ক্ষণিক উপভোগের বস্তু। আর পার্থিব জগতের সর্বোত্তম সম্পদ পুণ্যময়ী নারী।' (মুসলিম, হাদিস : ১৪৬৭)

তৎকালীন আরব সমাজে কন্যা সন্তানকে যথেষ্ট হেয় প্রতিপন্ন করা হতো। এমনকি তাদেরকে জীবন্ত কবর দেওয়া হতো। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُۥ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ٥٨

তাদের কাউকে যখন কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয়, তখন তার মুখ কালো হয়ে যায় আর সে অন্তর্জ্বালায় পুড়তে থাকে
সূরা আন নাহল, আয়াত ৫৮

কিন্তু পরিবার ও সমাজ গঠনে যে নারীরা বিশেষ ভূমিকা পালন করে সে কথাটি হয়তো বর্বর আরবরা কখনও চিন্তা করেনি। নারীদের হস্তক্ষেপের ফলেই একটি পরিবার জান্নাতের বাগান অথবা জাহান্নামের কূপে পরিণত হতে পারে। তাই পরিবার গঠনে একজন ঈমানদার নারীর প্রয়োজনীয়তা খুব গুরুত্বপূর্ণ। নতুবা দ্বীনহীন নারী কোন মুমিন ব্যক্তির জীবনে প্রবেশ করলে ঐ মুমিন ব্যক্তির জীবন যাপন ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

কুরআনে আমরা নূহ (আঃ) ও লূত (আঃ) এর স্ত্রীদের সম্পর্কে বর্ণনা পাই, যারা ২ জন নবীর স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও জাহান্নামী।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

ضَرَبَٱللَّهُمَثَلٗالِّلَّذِينَكَفَرُواْٱمۡرَأَتَنُوحٖوَٱمۡرَأَتَلُوطٖۖكَانَتَاتَحۡتَعَبۡدَيۡنِمِنۡعِبَادِنَاصَٰلِحَيۡنِفَخَانَتَاهُمَافَلَمۡيُغۡنِيَاعَنۡهُمَامِنَ ٱللَّهِشَيۡـٔٗاوَقِيلَٱدۡخُلَاٱلنَّارَمَعَٱلدَّٰخِلِينَ ١٠

যারা কুফুরীর নীতি অবলম্বন করে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ নূহের স্ত্রী আর লূতের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত পেশ করছেন। এরা ছিল আমার দু’নেককার বান্দার অধীনে। কিন্তু তারা দু’জনেই তাদের স্বামীদ্বয়ের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। ফলে নূহ ও লূত তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারল না। তাদেরকে বলা হল, ‘‘তোমরা দু’জন জাহান্নামে প্রবেশ কর (অন্যান্য) প্রবেশকারীদের সঙ্গে।’’

সূরা আত তাহরিম, আয়াত ১০

আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির শুরু ও নারীর গর্ভ ধারণ সম্পর্কে বলেন,

وَٱللَّهُخَلَقَكُممِّنتُرَابٖثُمَّمِننُّطۡفَةٖثُمَّجَعَلَكُمۡأَزۡوَٰجٗاۚوَمَاتَحۡمِلُمِنۡأُنثَىٰوَلَاتَضَعُإِلَّابِعِلۡمِهِۦۚوَمَايُعَمَّرُمِنمُّعَمَّرٖوَلَايُنقَصُ مِنۡعُمُرِهِۦٓإِلَّافِيكِتَٰبٍۚإِنَّذَٰلِكَعَلَىٱللَّهِيَسِيرٞ ١١

আল্লাহ তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর শুক্র-বিন্দু হতে, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে করেছেন (স্বামী-স্ত্রীর) জোড়া। তাঁর অবগতি ব্যতীত কোন নারী গর্ভ ধারণ করে না বা (তার বোঝা) হালকা করে না। কোন দীর্ঘায়ুর আয়ু দীর্ঘ করা হয় না, আর তার আয়ু কমানো হয় না কিতাবের লিখন ছাড়া। এটা (অর্থাৎ এ সবের হিসাব রাখা ও তত্ত্বাবধান করা) আল্লাহর জন্য সহজ।

সূরা ফাতির, আয়াত ১১

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

هُوَ ٱلَّذِيخَلَقَكُممِّننَّفۡسٖوَٰحِدَةٖوَجَعَلَمِنۡهَازَوۡجَهَالِيَسۡكُنَإِلَيۡهَاۖفَلَمَّاتَغَشَّىٰهَاحَمَلَتۡحَمۡلًاخَفِيفٗافَمَرَّتۡبِهِۦۖفَلَمَّآأَثۡقَلَتدَّعَوَاٱللَّهَرَبَّهُمَالَئِنۡءَاتَيۡتَنَاصَٰلِحٗالَّنَكُونَنَّمِنَٱلشَّٰكِرِينَ١٨٩

তিনিই তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন আর তাথেকে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন যাতে সে তার কাছে শান্তি পায়। যখন সে স্ত্রীর সাথে সঙ্গত হয় তখন সে লঘু গর্ভধারণ করে আর তা নিয়ে চলাফেরা করে। গর্ভ যখন ভারী হয়ে যায় তখন উভয়ে তাদের প্রতিপালক আল্লাহকে ডেকে বলে, ‘যদি তুমি আমাদেরকে (গঠন ও স্বভাবে) ভাল সন্তান দান কর তাহলে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব।’
সূরা আরাফ, আয়াত **১৮৯**

উপরের আয়াত দুইটিতে আল্লাহ তায়ালা নারীর গর্ভধারণ এবং মানব সৃষ্টির শুরু সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

একজন নারী পরিবার ও সমাজ গঠনে বিশেষ ভূমিকা রাখে। একজন নারী যদি সত্যিকার অর্থে দ্বীনদার হয়ে থাকে তবে তার দ্বারা সহজেই দ্বীনদার সন্তান-সন্ততি গড়ে তোলা সম্ভব। কারণ সন্তানেরা সব সময় মায়ের দেখানো পথ অনুসরণ করে। যার ফলে একটি দ্বীনদার পরিবার গঠন করার সহজ এবং সম্ভবপর হয়ে ওঠে। এভাবে সমাজের প্রতিটি ঘরে একটি করে দ্বীনদার নারী যদি তার পরিবারকে দ্বীনদার হিসেবে গড়ে তোলে তবে সহজেই একটি দ্বীনি সমাজ গঠন করা সম্ভব। একারণেই ইসলামে নারীকে এত বিশেষ মর্যাদা ও সম্মান দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ তাদের উত্তম পুরস্কারে পুরস্কৃত করবেন।

একবার আসমা বিনতে ইয়াজিদ (রা.) এক আনসারি নারী সাহাবি নবীজির দরবারে এসে বলেন, হে আল্লাহর রাসুল, পুরুষরা যখন জিহাদে বের হয় আমরা তখন তাদের পরিবার, অর্থ-সম্পদ এবং সন্তানদের দেখাশোনার দায়িত্বে ব্যস্ত থাকি, তাহলে আমরা কি এর প্রতিদান পাব? তখন নবীজি সামনে বসা সাহাবিদের উদ্দেশ করে বলেন, দেখেছো দ্বিনি বিষয়ে এই নারী কত চমৎকার প্রশ্ন করেছে! তারপর ওই নারীকে নবীজি বলেন, তোমরা স্বামীর অনুপস্থিতিতে তোমাদের সতীত্ব রক্ষা করবে, স্বামীর সন্তুষ্ট

অনুযায়ী চলার চেষ্টা করবে এবং সন্তানদের দেখাশোনা করবে, তাহলে তোমরাও আল্লাহর পক্ষ থেকে এর যথাযথ প্রতিদান পাবে।
(শুয়াবুল ঈমান বায়হাকি, হাদিস : ১১/১৭৭)

এই হাদিস থেকে বোঝা যায় পরিবার গঠন করা, সন্তান-সন্ততির দেখভাল করা, স্বামীর অনুপস্থিতিতে নিজেদের সতীত্ব রক্ষা করে চলা ইত্যাদি কতটা গুরুত্বপূর্ণ। একটি পরিবারকে সুশৃংখল রাখার মূল চাবিকাঠি নারীর হাতে। একজন নারী চাইলে সহজেই একটি পরিবারকে সুশৃংখল রাখতে পারে। তার কোমলতা দ্বারা সহজেই সে তার পরিবারের সদস্যদের তার নাগালের ভেতরে রেখে সুশৃঙখল রাখতে পারে। সে চাইলেই ভালোবেসে পুরো পরিবারকে আগলে রাখতে পারে। আর এসবের বিনিময়ে তার জন্য আল্লাহর কাছে রয়েছে উত্তম প্রতিদান। আল্লাহ তা'আলা নারীকে কোমল করে তৈরী করেছেন গৃহের অভ্যন্তরে থাকার জন্য এবং পুরুষকে তৈরী করেছেন কঠোর করে, গৃহের বাইরের প্রতিকূলতা ভেদ করে উপার্জন করার জন্য। তাই গৃহের অভ্যন্তরীণ সুখ-শান্তি অধিকাংশই নির্ভর করে নারীর উপর।

ইরশাদ হয়েছে, ‘যে সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং সে ঈমানদার, পুরুষ হোক কিংবা নারী আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং প্রতিদানে তাদেরকে তাদের উত্তম কাজের কারণে প্রাপ্য পুরস্কার দেব, যা তারা করত।’ (সুরা : নাহল, আয়াত : ৯৭)

[সকল কাজের পরিণতি আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। নারীর হস্তক্ষেপে একটি পরিবার তখনই পরিবর্তন হবে যখন আল্লাহ তা'আলা চাইবেন। আল্লাহর অনুমতি ও ইচ্ছা ছাড়া এসব সম্ভব নয়।]

সমাজ গঠনে নারীর ভূমিকা

অনেকগুলো পরিবার মিলে একটি সমাজ গঠিত হয়। একটি সমাজের প্রতিটি নারী যদি তার পরিবারকে ইসলামিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তবেই একটি ইসলামিক সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব। একটি সমাজের প্রতিটি পরিবারের সকল নারীরা যদি তাদের সন্তানকে, পরিবারের সদস্যকে ইসলামিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে এবং ইসলামিক জীবন যাপন করার ক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধ করে তবেই একটি মুত্তাকী ও ঈমানদার প্রজন্ম সৃষ্টি হওয়া সম্ভব।

একজন নারী তার পরিবারে ইসলামিক পরিবেশ গড়ে তুলতে সক্ষম হলে, এমন প্রতিটি ইসলামিক পরিবার নিয়ে একটি ইসলামিক আবহের সমাজ গঠন করা সম্ভব। এভাবে একটি শহর, একটি দেশ এমনকি সময়ের আবর্তনের সাথে সাথে পুরো পৃথিবীতেই ইসলামের ছোঁয়া পৌঁছে দেওয়া সম্ভব।

ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলে আমরা দেখতে পাই, যুগে যুগে পৃথিবীতে আসা অধিকাংশ আলেম উলামাদের মায়েরা ছিলেন অত্যন্ত মুত্তাকী ও ঈমানদার বান্দা। তাদের সংস্পর্শেই সৃষ্টি হয়েছে জ্ঞানী গুণী ঈমানদার ইসলামিক স্কলার। বিখ্যাত ইমাম ও মুসলিম বীর যোদ্ধাদের অধিকাংশের মায়েরাই ছিলেন পুণ্যময়ী।

তাই ইসলামিক সমাজ গঠনে নারীর ভূমিকা অত্যন্ত বিস্তৃত ও সুদূরপ্রসারী, যা একটি দেশ থেকে শুরু করে পুরো পৃথিবীকে পরিবর্তন করে ইসলামের ছায়ায় নিয়ে আসতে পারে।

একজন নারী তার পরিবারের সদস্যদের ইসলামের পথে পরিচালিত করলে তার পরিবারের সদস্যরাই একসময় ঘরের বাইরে ইসলামিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে। নারী যদি তার সন্তানকে ভালো মুসলিম হিসেবে গড়ে তুলতে পারে তবে ঐ সন্তান বড় হয়ে দুনিয়ার যে স্থানে যাবে হোক সেটা ইলম অর্জনের জন্য, হোক সেটা রিজিকের সন্ধানে, হোক সেটা অন্য কোন কারনে, ঐ সন্তান চেষ্টা করবে তার মায়ের দেখানো পথ অনুসরণ করতে। ঐ সন্তান চেষ্টা করবে মায়ের মত করে একটি ইসলামিক পরিবেশ গড়ে তুলতে। সে যখন প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে নিজের সংসার গড়বে তখন সেও চাইবে তার মায়ের মতো করে পরিবার পরিচালনা করতে।

এভাবে একজন দ্বীনদার মায়ের পরিচালনায় যতগুলো সন্তান বেড়ে উঠবে ভবিষ্যতে ততগুলো নতুন দ্বীনদার পরিবার সৃষ্টির আশা করা যায়। এমনকি ঐ সন্তানেরা যদি সমাজের কোন উচ্চপদস্থ স্থানে পৌঁছে যায় তবে তাদের হস্তক্ষেপে সহজেই একটি সমাজের চিত্র বদলে যেতে পারে। এভাবেই একটি দেশ এমনকি পুরো পৃথিবী বদলে যেতে পারে।

[নোট: সকল কাজের পরিণতি আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। নারীর হস্তক্ষেপে একটি সমাজ তখনই পরিবর্তন হবে যখন আল্লাহ তা'আলা চাইবেন। আল্লাহর অনুমতি ও ইচ্ছা ছাড়া এসব সম্ভব নয়।]

ইসলামের দাওয়াহ প্রচারে নারীর ভূমিকা

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী পরস্পরের অভিভাবক। তারা ভালো কাজের আদেশ দেয়, মন্দ কাজ থেকে বারণ করে, তারা নামাজ কায়েম, জাকাত প্রদান করে, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে। অতি শিগরির আল্লাহ তাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।’ (সুরা : তাওবা, আয়াত : ৭১)

এ আয়াত থেকে বোঝা যায় ইসলামে নারী ও পুরুষ উভয়ের গুরুত্ব সমান। এমনকি উভয়কে একে অপরের অভিভাবক বলা হয়েছে অর্থাৎ ইসলাম প্রচারে পুরুষের পাশাপাশি নারীকেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পবিত্র কোরআনে এবং হাদিসের বর্ণনায় অনেক মহীয়ষী নারীর আলোচনা উঠে এসেছে। যারা আল্লাহর নির্দেশিত ধর্ম ইসলাম পালনে দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন। হযরত মারিয়া (আঃ), হযরত খাদিজা (রাঃ), হযরত আসিয়া এর মতো মহীয়ষী নারীদের জীবনী লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই তারা কতটা দৃঢ়তা, সবর ও ঈমানের সাথে আল্লাহর নির্দেশিত পথে অটল ছিলেন।

ইসলাম প্রচারে নারীরা বিভিন্নভাবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারেন। নিচে সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

১. ইসলাম প্রচার ও প্রসারের কার্যক্রম সর্বপ্রথম নিজ পরিবার থেকে শুরু করা উচিত। যেটা রাসুলুল্লাহ (সাঃ) নিজেও করছেন। তাই একজন নারীর উচিত নিজ পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকেই দাওয়াতি কার্যক্রম শুরু করা। এর ধাপ সরূপ নারীরা নিজ গৃহে সাপ্তাহিক তালিম বা ইসলামিক আলোচনার আয়োজন করতে পারেন। সকল ঘরোয়া কাজের মধ্যে ইসলামিক বিধি - বিধান, করজ, ওয়াজিব, সুন্নাহ ও নফল আদায়ের মাধ্যমে পরিবারের সদস্যদের দাওয়াহ দিতে পারেন। সন্তানদের আদর, ভালোবাসা, ইসলামিক গল্প ও দৈনন্দিন কাজের মাধ্যমে দাওয়াহ দিতে পারেন। এছাড়া পরিবারের অন্যান্য সদস্য যেমন মা, বাবা, স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়িদেরকে কোমলতা ও ভালোবাসার মাধ্যমে দাওয়াহ দিতে পারেন।

২. পরিবারের পরে আশপাশের প্রতিবেশী, বান্ধবী ও আত্মীয় নারীদের মধ্যে দাওয়াহ প্রচার করা উচিত। এক্ষেত্রে কোমল আচরণ দ্বারা, ভালোবাসার মাধ্যমে দাওয়াহ দিতে হবে। প্রয়োজনে তাদের বাড়িতে দাওয়াত দিয়ে অথবা নিজে অতিথি হিসেবে গিয়েও দাওয়াহ কার্যক্রম পরিচালনা করা যায়। এর পাশাপাশি ঘরোয়াভাবে মাসিক বা সাপ্তাহিক ইসলামিক আলোচনার আয়োজন করা যেতে পারে।

৩. দাওয়াতের ক্ষেত্রে লেখালেখি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ইসলামিক বিষয়ে পত্রিকা, সোশ্যাল মিডিয়া বা ব্লগে লেখালেখি করা যায়। এমনকি বই প্রকাশ করার মতো যোগ্যতা ও জ্ঞান থাকলে সেদিকেও গুরুত্ব দেওয়া যায়।
ইত্যাদি।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘পুরুষ ও নারীদের মধ্যে যে ঈমানের সঙ্গে ভালো কাজ করবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি অণু পরিমাণ অবিচার করা হবে না।’ (সুরা: নিসা, আয়াত: ১২৪)

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এসব ভালো কাজের প্রতিদান স্বরূপ নারী ও পুরুষ উভয়কেই জান্নাত লাভের ওয়াদা দিয়েছেন। তাই আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির আশায় অবশ্যই দাওয়াহ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা উচিত। তবে এক্ষেত্রে সবার আগে পরিবারের সদস্যদের হক আদায় করে নেওয়া জরুরি। পরিবারের দায়িত্ব পালন করে এরপরই যতটা সম্ভব দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনা করা উচিত।

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন :

১. আসসালামু আলাইকুম,
দ্বীনি ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফরজ।
আমার প্রশ্ন হচ্ছে কতটুকু দ্বীনি ইলম অর্জন করা একজন নারীর জন্য ফরজ? কি কি বিষয় শেখা তার জন্য আবশ্যক? একটু বিস্তারিত জানাবেন যে কি কি শেখা লাগবে..?

২.ইসলামে কি নারী ও পুরুষ সমান? এমন কি কোন আয়াত আছে? আল কোরআন ও সহিহ হাদিস দ্বারা বুঝিয়ে দিবেন অনুগ্রহপূর্বক...

৩. নারী তাফসীর বর্ণনাকারী , নারী হাদিস বিশারদ আছে কি?

৪. ইসলামী জ্ঞান অর্জন করা ছেলে ও মেয়ের জন্য ফরজ। এটা কি বলা আছে??

উত্তর :

১.
ওয়া আলাইকুমুস-সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

জবাবঃ-
আলহামদুলিল্লাহ!
ইবনে আবেদীন শামী রাহ,জ্ঞান শিক্ষা ফরয সম্পর্কিত একটি মূলনীতি তুলে ধরেন।যাকে আমাদের সামনে আসলে,ভবিষ্যৎ অনেক অস্পষ্টতা দূরবিত হয়ে যাবে ইনশা'আল্লাহ।
তিনি বলেনঃ

وَكُلُّ مَنْ اشْتَغَلَ بِشَيْءٍ يُفْرَضُ عَلَيْهِ عِلْمُهُ وَحُكْمُهُ لِيَمْتَنِعَ عَنْ الْحَرَامِ فِيهِ اهـ
যে বক্তি কোনো জিনিষ বা কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট হবে নিজেকে সংশ্লিষ্ট করজে, তার উপর উক্ত বিষয় সম্পর্কে ইলম অর্জন করা ফরয।যাতে করে উক্ত বিষয় ও বিষয় সংশ্লিষ্ট সমস্ত হারাম থেকে সে অনায়াসে বেছে থাকতে পারে। (রদ্দুল মুহতার-১/৪২)..................বিস্তারিত-https://www.ifatwa.info/1893

আল্লাহর ফরয হুকুমকে ঠিক ঠিক ভাবে অনুসরণ করতে এবং নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বাঁচতে যত বিষয় সম্পর্কে যতটুকু ইলমের প্রয়োজন ততটুকু ইলম শিক্ষা ফরয।যেমন,নামায আল্লাহর ফরয বিধান,নামায পড়ার জন্য পবিত্রতা অর্জন শর্ত।তাই পবিত্রতার ইলম অর্জন ফরয।ঠিকতেমনি কেরাত ফরয, তাই কেরাত শিক্ষা ফরয।ঈমান আনয়নের জন্য শিরক মুক্ত হয়ে মনেপ্রাণেএকমাত্র আল্লাহকে বিশ্বাস করা ও তার বিধি-বিধান কে মান্য ফরয।তাই এ সম্পর্কীয় ইলম অর্জন ফরয।এবং রোযা আল্লাহর ফরয বিধান।রোযা রাখতে হলে তার করণীয় ও বর্জনীয় বিষয় সম্পর্কে যথেষ্ পরিমাণ ইলম অর্জন ফরয।অর্থাৎ যতটুকু ইলম হলে রোযাকে নষ্ট হওয়া থেকে বাঁচিয়ে রাখা যায়,ততটুকু পরিমাণ ইলম অর্জন ফরয।ইত্যাদি ইত্যাদি।

(আল্লাহ-ই ভালো জানেন)

মুফতী ইমদাদুল হক
ইফতা বিভাগ
Islamic Online Madrasah(IOM)

২.
জবাব
بسم الله الرحمن الرحيم

ইসলাম নারীর মর্যাদা সমুন্নত করেছে। অনেক বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীকে সমান অধিকার দিয়েছে। পুরুষের ন্যায় নারীও ঈমান আনা ও আল্লাহ্র আনুগত্য করার জন্য আদিষ্ট। আখিরাতে প্রতিদান পাওয়ার ক্ষেত্রেও নারী পুরুষের সমান। নারীর

রয়েছে- কথা বলার অধিকার: নারী সৎ কাজের আদেশ করবে, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে ও আল্লাহর দিকে আহ্বান করবে। নারীর রয়েছে মালিকানার অধিকার: নারী ক্রয়-বিক্রয় করবে, পরিত্যক্ত সম্পত্তির মালিক হবে, দান-সদকা করবে, কাউকে উপঢৌকন দিবে। নারীর অনুমতি ছাড়া কারো জন্য তার সম্পদ গ্রহণ করা জায়েয নয়। নারীর রয়েছে সম্মানজনক জীবন যাপনের অধিকার। নারীর উপর অন্যায়, অত্যাচার করা যাবে না। নারীর রয়েছে জ্ঞানার্জনের অধিকার। বরং নারী তার দ্বীন পালন করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জন করা ফরয।

ইসলামে নারীকে যে মহান মর্যাদা দেয়া হয়েছে অন্য কোথাও সে মর্যাদা দেয়া হয়নি।

ইসলাম মা হিসেবে নারীকে সম্মান দিয়েছে। মায়ের সাথে সদ্ব্যবহার করা, মায়ের আনুগত্য করা, মায়ের প্রতি ইহসান করা ফরয করেছে। মায়ের সন্তুষ্টিকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি হিসেবে গণ্য করেছে। ইসলাম জানিয়েছে, মায়ের পদতলে বেহেশত। অর্থাৎ জান্নাতে যাওয়ার সহজ রাস্তা হচ্ছে- মায়ের মাধ্যমে। মায়ের অবাধ্য হওয়া, মাকে রাগান্বিত করা— হারাম; এমনকি সেটা যদি শুধু উফ্ উফ্ শব্দ উচ্চারণ করার মাধ্যমে হয় তবুও। পিতার অধিকারের চেয়ে মায়ের অধিকারকে মহান ঘোষণা করেছে। বয়স হয়ে গেলে ও দুর্বল হয়ে গেলে মায়ের খেদমত করার উপর জোর তাগিদ দিয়েছে। কুরআন-হাদিসের অসংখ্য স্থানে এ বিষয়গুলো উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহর বাণী: "আমরা মানুষকে তার মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি।"[সূরা আহক্বাফ, আয়াত: ১৫]

"আর আপনার রব আদেশ দিয়েছেন তিনি ছাড়া অন্য কারো ইবাদত না করতে ও মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে। তারা একজন বা উভয়ই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে 'উফ' বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না। তাদের সাথে সম্মানসূচক কথা বল। আর মমতাবশে তাদের প্রতি নম্রতার পক্ষপুট অবনমিত কর এবং বল 'হে আমার রব! তাঁদের প্রতি দয়া করুন যেভাবে শৈশবে তাঁরা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন।"[সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত: ২৩-২৪]

বিস্তারিত জানুনঃ
https://www.google.com/amp/s/islamqa.info/amp/bn/answers/70042

,
মাওলানা উবাইদুর রহমান খান নদভী সাহেব দাঃবাঃ বলেছেন

পাশ্চাত্যের ধারণা থেকে চিন্তা করলে ইসলামের সমতার দৃষ্টিভঙ্গি বোঝা যাবে না। চিন্তাটি করতে হবে মানুষের স্রষ্টা ও বিধাতা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নীতি অনুযায়ী। ইসলামে নারী ও পুরুষের মর্যাদা অবশ্যই সমান। এমনকি নানা পর্যায়ে নারীর মর্যাদা পুরুষের চেয়ে বহুগুণ বেশি। তবে মানবজীবনে কেবল মর্যাদা দিয়ে জীবনের সবকিছু চলে না।
এখানে মর্যাদা, ক্ষমতা, অধিকার ও দায়িত্ব নিয়ে মানুষে ব্যক্তিত্ব গঠিত হয়। নারীর মর্যাদা ক্ষমতা ও অধিকার পুরুষের চেয়ে বেশি। কিন্তু দায়িত্ব কম। আবার নারীর একটি দায়িত্ব আছে যা শত পুরুষের দায়িত্বের চেয়ে বড় ও ভারী। এর নাম মাতৃত্ব। এটি কোনো পুরুষ পালন করতে পারবে না। মর্যাদাও এমনই।

,
পৃথিবীর সব নারী ও তাদের শিশুরা পুরুষদের কাঁধেই আমানত হয়ে আছে। এটি আল্লাহর প্রাকৃতিক বিধান। শরিয়তও প্রকৃতি অনুযায়ীই তৈরি। এরপরও নারীর মালিকানা ও নিজ অঙ্গনে কর্তৃত্ব ইসলামে স্বীকৃত। তবে, নারীর মাতৃত্ব, নারীত্ব, সতিত্ব, ঈমান ও সম্মান রক্ষার্থে তাদের সেফটির ওপর জোর দিয়েছে।
পুরুষের চালচলন, জীবিকার কঠোর বোঝা, কঠিন দৈহিক শ্রম, অনিরাপদ চলাচল ইত্যাদি থেকে নারীকে দূরে রেখেছে। এটি তার প্রতি অবহেলা নয় বরং তার বিকল্পহীন দায়িত্বের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের জন্যই করেছে। কেননা, মানব শিশুর জন্ম, ধারণ-লালন, সংসারের পরিচালনা, পুরুষের শান্তিময় আশ্রয় সবই নারীর কাজ। এ হিসাবে নারীকে সুখি, নিরাপদ, নির্ঝঞ্ঝাট, পবিত্র ও সুরক্ষিত রাখা ইসলামের অভিপ্রায়। তবে, নারীর মাতৃত্বের প্রয়োজনেই প্রকৃতি তাকে যে বৈশিষ্ট্য, নিয়মিত অসুস্থতা, শারীরিক গঠন, স্বভাবগত মায়াময়তা ইত্যাদি দিয়েছে, সেসব অস্বীকার করে বা বিকৃত করে পুরুষের সঙ্গে নারীর নিঃশর্ত অংশগ্রহণ ইসলামসম্মত নয়। যে জন্য নারী পুরুষে

অবাধ মেলামেশা শরিয়তে হারাম। প্রয়োজনে শরিয়তের শর্ত পালন সাপেক্ষে, পর্দা, দৃষ্টি সংযম ইত্যাদি পালন করে আর্থ সামাজিক লেনাদেনা বৈধও রেখেছে।

কেবল ইসলামি উম্মাহর ইমারত (খেলাফতের প্রধান) ও মুসলিম জামাতের ইমামত (পুরুষের জামাতের ইমামতি) ছাড়া নারী অন্য সবকিছুতেই ভূমিকা রাখতে পারে। এটি নারীর প্রতি অবজ্ঞা নয়, বরং মাতৃত্বের বৈশিষ্ট্যের প্রতি পরম শ্রদ্ধা। তবে, অধিক স্নেহ, নম্রতা ও কোমলতা এবং ক্ষেত্র বিশেষে ভীরুতা, অমনোযোগিতা, পরিবেশ জ্ঞানের স্বল্পতা দরুণ বোধের সীমাবদ্ধতার জন্য (অল্প ব্যতিক্রম ছাড়া) সাধারণত নারীরা সবসময় সবক্ষেত্রে স্বাভাবিক মন-মানসিকতা ধরে রাখতে পারে না।

তাই, গুরুত্বপূর্ণ কিছু ক্ষেত্রে তাদের সাক্ষ্য দু'জন মিলে একজনের সমান করা হয়েছে। তবে, এটিও আইনগত ক্ষেত্র ছাড়া জীবনের সব ক্ষেত্রে নয়। এটি উচ্চতর প্রজ্ঞাময় মহান সৃষ্টিকর্তার সিদ্ধান্ত। প্রকৃতির ওপর মানুষের যেমন হাত নেই, অভিযোগ নেই, ঠিক তেমনই শরিয়তের ওপরও মানুষের হাত নেই, অভিযোগ নেই, থাকতে পারে না।

৩.

অনেক মুসলিম নারীর সন্ধান পাওয়া যায়।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সময়ে এবং পরে অনেক মহিলা সাহাবী বিশেষ করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীগণ হাদীস বর্ণনা, ব্যাখ্যা ও প্রচারে ব্যাপক ভূমিকা রাখেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীদের মধ্যে আয়েশা, হাফসা, উম্মে হাবীবা, মায়মূনা এবং উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা প্রতিটি হাদীসের ছাত্র-ছাত্রীর নিকট স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যধারী হাদীস বর্ণনাকারী হিসেবে পরিচিত।

তাবি'য়ীদের যুগে ইবনু সিরীনের কন্যা হাফসা, উম্মে আবূ দারদা এবং 'আমরাহ্ বিনতে আব্দির রহমান গুরুত্বপূর্ণ হাদীসবেত্তা হিসেবে পরিচিত। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা হতে বর্ণিত হাদীসের অন্যতম বিশেষজ্ঞ হচ্ছেন 'আমরাহ্ (র.)। তাঁর এক ছাত্র হচ্ছেন আবূ বকর ইবনে হাযম যিনি মদীনার প্রসিদ্ধ বিচারক ছিলেন, যিনি 'আমরাহ্ এর বর্ণিত সকল হাদীস লিখে ফেলার জন্য তৎকালীন খলীফা উমর ইবন আব্দিল আযীয (র.) কর্তৃক আদিষ্ট হয়েছিলেন।

এদের পরে 'আবিদা, 'আবদা ইবন বিশর, উম্মে 'উমর, যয়নাব, নফিসা, খাদীজা, 'আবদা বিনতে 'আব্দুর রহমান এবং আরো অনেক নারী হাদীসের উপর বিশেষ পাণ্ডিত্য

অর্জন করেছিলেন এবং তাঁরা হাদীস শিক্ষা দিতেন। এসব নারীরা বিভিন্ন পরিবেশ থেকেই এসেছেন। যেমন আবিদা একজন দাসী ছিলেন এবং এ অবস্থায় থেকেই তিনি মদীনার শিক্ষকদের নিকট হাদীস চর্চা করেন। এটা বলা হয় যে, তিনি দশ সহস্রাধিক হাদীসকে তাঁর শিক্ষকদের সাথে সম্পর্কিত করেছেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস চর্চায় নারীরা পুরুষের সাথে অংশগ্রহণ করে হাদীস সংগ্রহ করেছিলেন। এ ব্যাপারে পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, সকল গুরুত্বপূর্ণ হাদীস সংগ্রাহক অনেক নারী থেকে হাদীস সংগ্রহ করেছেন। প্রতিটি প্রধান সংগ্রহে অনেক নারীর নাম রয়েছে।

চতুর্থ হিজরী শতাব্দীতে আমরা ফাতিমা বিনতে আব্দির রহমান, ফাতিমা (আবূ দাউদের নাতনী), আমাত আল্-ওয়াহিদ (বিখ্যাত আইনবিদ আল্-মুহামিলির কন্যা), উম্মে আল্-ফাৎহ আমাত আস্-সালাম (বিচারক আবূ বকর আহমদের কন্যা), জুমু'আ বিন্তে আহমদ ও আরো অনেক বিদূষীর পরিচয় পাই যাঁদের ক্লাসে সর্বদাই উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শ্রোতা উপস্থিত থাকত।

এ ধারা ৫ম ও ৬ষ্ঠ হিজরী সন পর্যন্ত চালু ছিল। ফাতিমা ইবন আল্-হাসান শুধু তার তাকওয়ার জন্যই পরিচিত ছিলেন না বরং হাদীস ও এর ইসনাদের গুণাগুণ বিচারে তাঁর জ্ঞানের প্রখরতার জন্যও পরিচিত ছিলেন। তার চেয়েও বেশি পরিচিত ছিলেন কারিমা আল্-মারওয়াযিয়্যা। তিনি ঐ সময়ে সহীহ্ আল্-বুখারীর সর্বোত্তম Authority হিসেবে পরিচিত ছিলেন। আল্-খতিব আল্-বাগদাদী ও আল্-হুমাইদী তাঁর অন্যতম ছাত্র ছিলেন।

শুহাদা একজন বিখ্যাত ক্যালিগ্রাফার, অত্যন্ত সম্মানিত ও নির্ভরযোগ্য হাদীসবিদ ছিলেন। জীবনী লেখকগণ তাঁর পরিচয় দেন এভাবে- তিনি ক্যালিগ্রাফার ও বিখ্যাত হাদীসের বর্ণনাকারী এবং নারী জগতের জন্য গর্ব ছিলেন। তার পিতা আবূ নাসর স্বীয় কন্যাকে গভীরভাবে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা দিয়েছেন এবং অনেক প্রসিদ্ধ হাদীস বিশারদদের অধীনে শিক্ষা লাভের ব্যবস্থা করেছিলেন। সহীহ্ আল্-বুখারী ও অন্যান্য হাদীস সংগ্রহ হতে তার বক্তৃতামালা শুনতে অনেক জ্ঞানপিপাসু জমায়েত হত; এমনকি কেউ কেউ তাঁর ছাত্র না হওয়া সত্ত্বেও তাঁর ছাত্র হবার মিথ্যা দাবী করত। সিইত আল্-ওজারা শুধু ইসলামী আইনের উপরই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন নি, তিনি 'তাঁর সময়ের মুসনিদা' হিসেবে পরিচিত ছিলেন। হিজাযের হাদীসের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত উম্মে আল্-খায়ের আমাত আল্-খালিক এভাবে বিভিন্ন ক্লাস পরিচালনা করতেন।

অন্যদিকে উম্মে আল্-খায়ের ফাতিমা এবং ফাতিমা আল্-শাহরাজুরিয়া সহীহ্ মুসলিম-এর উপর লেকচার দিতেন। ফাতিমা আল্-জাওযানিয়া তাবরানী থেকে তাঁর ছাত্রদের পড়াতেন। যয়নাব ইমাম আহমেদ ইবন হাম্বলের 'মুসনাদ' থেকে পড়াতেন। সেখানে অনেক ছাত্র আকৃষ্ট হয়ে তার বক্তৃতা শুনত। জুওয়াইরিয়া বিনতে উমর এবং যয়নাব বিনতে আহমদ ইবনে উমর, আদ্-দারেমী ও আবদ ইবনে হুমাইদ এর হাদীস সংকলন হতে বর্ণনা করতেন।

বিস্ময়ের কথা হচ্ছে, পরিব্রাজক ইব্নে বতুতা দামেশকে থাকার সময় যয়নাব বিনতে আহমদ ও অন্যান্য শিক্ষিকার নিকট হাদীসের বিদ্যা লাভ করেন। দামেশকের বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে আসাকির বলেন, তিনি ১২০ জন পুরুষ ও ৮০ জন নারীর নিকট শিক্ষা লাভ করেন। সুয়ূতী ইমাম শাফে'য়ীর 'রিসালাহ্' গ্রন্থটি হাজার বিনতে মুহাম্মদের কাছে অধ্যয়ন করেন।

এ ছাড়াও যয়নাব বিনতে আল শা'রি একাধিক প্রসিদ্ধ হাদিসবেত্তা থেকে হাদীস অধ্যয়ন করেন এবং পরে ছাত্রদেরকে এসব শিক্ষা দেন যাদের কেউ কেউ পরে খ্যাতি লাভ করেন। যেমন সুপরিচিত জীবন চরিত সম্বন্ধীয় অভিধান 'ওয়াফাত আল্-'আ'ইয়ান' এর লেখক ইবনে খাল্লিকান তাঁর ছাত্র। আরেকজন হচ্ছেন কারিমা যাকে তাঁর সময়ে সিরিয়ার শ্রেষ্ঠ হাদীসবেত্তা হিসেবে ধরা হয়। ইবনে হাজার তার 'আল্-দুরার আল্-কামেনা' গ্রন্থে ৮ম শতাব্দীর ১৭০ জন প্রখ্যাত নারীর সংক্ষিপ্ত জীবনী উল্লেখ করেন। যাঁদের অধিকাংশই হাদীসবিদ ছিলেন এবং যাঁদের অনেকের অধীনে তিনি নিজে পড়াশোনা করেছেন। এসব মহীয়সী নারীর কয়েকজন আবার ঐ সময়ের সবচেয়ে জ্ঞানী হাদীস বিশারদ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ জুয়াইরিয়া বিনতে আহমদ-এর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে, যিনি পুরুষ ও নারী উভয় রকমের পণ্ডিতদের নিকট থেকে হাদীস অধ্যয়ন করেছেন এবং তিনি নিজেও ঐ সময়ের বড় বড় মাদরাসায় শিক্ষকতা করেছেন।

ইবনে হাজার (র.) এ প্রসঙ্গে বলেন, 'আমার নিজের কিছু শিক্ষক এবং সমসাময়িক অনেকেই তাঁর বক্তৃতামালা শুনতেন।' আয়েশা বিনতে আবদ আল্-হাদী দীর্ঘদিন ইবনে হাজারের শিক্ষক ছিলেন। তাঁকে তাঁর সময়ের সর্বোচ্চ মানের হাদীসবিদ হিসেবে গণ্য করা হত এবং অনেক ছাত্রই দীর্ঘ পথ সফর করে তাঁর কাছে দ্বীনের সত্যজ্ঞান লাভ করতে ছুটে আসত।

নবম শতাব্দীতে হাদীসে নারী বিশেষজ্ঞদের সকল তথ্য পাওয়া যাবে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহমান আল্-সাখাবী রচিত “আদ-দ্বাউ উল-লামে‘ ” গ্রন্থে। এছাড়াও আবদ আল্-আযীয ইবনে উমর তার ‘মু‘জাম আল-শুয়ূখ’ গ্রন্থটিতে ১৩০ জন নারী স্কলারহ ১১০০-এর বেশী লেখকের শিক্ষকদের নাম উল্লেখ করেছেন। এসব মহিলাদের কেউ কেউ হাদীসবিদ্যায় বেশ পাণ্ডিত্য অর্জন করে ঐ সময়ে প্রখ্যাত ছিলেন। তন্মধ্যে উম্মে হানী, মারিয়াম উল্লেখযোগ্য। যিনি তার শৈশবেই কুরআনের হাফেযা হয়ে যান এবং ইসলামের থিওলজি, আইন, ইতিহাস ও ব্যাকরণে বিশদ জ্ঞান লাভ করেন। পরবর্তীতে তিনি হাদীস শাস্ত্রে গভীরতা লাভের প্রত্যাশায় কায়রো ও মক্কা শহরে গিয়ে ঐ সময়ের শ্রেষ্ঠ হাদীসবেত্তাদের থেকে জ্ঞান লাভ করেন। তিনি এতটাই দ্বীনদার ছিলেন যে, ন্যূনপক্ষে ১৩ বার হজ্জ সম্পাদন করেন। তিনি কায়রোর বিখ্যাত কলেজে ব্যাপক প্রোগ্রাম পরিচালনা করেন। অনেক স্কলারকে ‘ইজাযত্’ (তাঁর পক্ষ থেকে হাদীস প্রচারের অনুমতি) প্রদান করেন।

তাঁর সমসাময়িক সিরিয়ার বাই খাতুন হাদীস শাস্ত্রে অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকার নিকট হতে ‘ইজাযত’ পেয়েছিলেন। তিনি নিজেও পরবর্তীতে এ বিষয়ে সিরিয়া ও কায়রোতে অনেক বক্তব্য রাখেন। আয়েশা ইবন ইবরাহীম ও মক্কার উম্মে আল্-খায়ের সাঈদা উভয়েই দামেশক, কায়রোসহ অন্যান্য শহরে জ্ঞানার্জনের জন্য গমন করেন এবং পরবর্তীতে তাঁরা বিভিন্ন শহরে সুনামের সাথে অন্যদেরকে শিক্ষা দেন।

গবেষণায় দেখা যায় যে, হিজরী দশম শতাব্দী হতে হাদীস শাস্ত্রে ও ইসলামের অন্যান্য বিষয়ে পাণ্ডিত্যলাভে নারীদের অংশগ্রহণ ও ভূমিকা ব্যাপকহারে কমে গেছে। দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে মাত্র ডজন খানেক প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ নারীর নাম পাওয়া যায়। যাঁরা মূলত নবম শতাব্দীর শেষের দিকে আবির্ভূত হন। আসমা বিনতে কামাল আল্-দীন হাদীসের উপর লেকচার দিতেন। ঐ সময়ের সুলতানের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের বিষয়ে গ্রহণযোগ্য মতামত দিতেন এবং ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে নারীদেরকে প্রশিক্ষণ দিতেন। প্রখ্যাত বিচারক মুসলেহ আল-দীনের স্ত্রী আয়েশা বিনতে মুহাম্মদ দামিস্কের সালিহিয়া কলেজের অধ্যাপিকা ছিলেন। এলেপ্পোর ফাতিমা বিনতে ইউসুফ তাঁর সময়ের অন্যতম পণ্ডিত হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

ফাতিমা আল্-জুযাইলিয়া অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারিণী ছিলেন। শেষ জীবনে তিনি মক্কায় অবস্থান করেন এবং সেখানে সমৃদ্ধ এক পাবলিক লাইব্রেরী গড়ে তোলেন।

পবিত্র মক্কা শহরে তিনি হাদীসের উপর লেকচার দিতেন এবং অনেকেই তাতে অংশগ্রহণ শেষে তাঁর নিকট হতে সার্টিফিকেট গ্রহণ করতেন।

ইতিহাস ঘাটলে এটা পরিষ্কার হয় যে, মুসলিম নারীরা জ্ঞানার্জনে উজ্জ্বলতম নক্ষত্র হবার চেষ্টা চালিয়েছেন।ইবনে আল্-বুখারীর সার্টিফিকেট ফলিওতে দেখা যায়, ৫৮৭/১২৮৮ সনে দামিস্কের উমর মসজিদে অনুষ্ঠিত ১১ বক্তৃতার একটি নিয়মিত কোর্সে অনেক নারী উপস্থিত থাকতো। অন্যদিকে দামিস্ক (৮৩৭/১৩২২ সনে) পাঁচ লেকচারের একটি কোর্সে পঞ্চাশাধিক ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিত ছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। উল্লেখ্য, এ কোর্সটি পরিচালিত হত প্রখ্যাত মহিলা হাদীস বিশারদ উম্মে আব্দুল্লাহ কর্তৃক।

,

Dr. M. Zubayr Siddiqi, Hadis Literature: Its Origins Development of Special Features, Cambridge : Islamic Texts Society 1993 ‘হাদীস চর্চায় মহিলা স্কলারদের অবদান’ মাসিক আশ্-শাহদাহ, ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৪২০ হি., মার্চ ২০০০ইং।।

তাফসীর চর্চায় মহিলারাঃ

কুরআনের তাফসীর বর্ণনা ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস বর্ণনায়, হাদীসের ব্যাখ্যায় সারা বিশ্বে মুসলিম জননীগণ বিশেষতঃ উম্মুল মু’মিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা সমস্ত মহিলা সাহাবী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-দের তুলনায় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন।

হিন্দ বিনতে উবায়েদ, উম্মে ইমাম বিনতে হারিসা, রাবিতা বিনতে হায়্যান, উম্মে সা‘দ ইবনে রবী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা প্রমুখ মহিলা সাহাবী পবিত্র কুরআনের বেশিরভাগ আয়াতের হাফিযা ছিলেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আল্-কুরআনুল কারীম দারস দিতেন। সহীহ্ মুসলিমের শেষাংশে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা কর্তৃক তাফসীরের কতকাংশ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

আবুল হাসান আল্-বালাযুরী, ফতহুল বুলদান, (কায়রো, বৈরূত, দারুল মাকতাবাতিল হিলাল, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৮), পৃ. ৪৭৭-৪৭৮।

৪.

ِوَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلى كُلِّ مُسْلِم

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ‘ইলম বা জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরয

সহীহ। ইবনু মাজাহ্ ২২৪, সহীহুল জামি‘ ৩৯১৩, য‘ঈফুল জামি‘ ৩৬২৬, বায়হাক্বী ১৫৪৪।

.

এখানে মুসলমানের মধ্যে পুরুষ মহিলা উভয়েই শামিল।

(আল্লাহ-ই ভালো জানেন)

মুফতী ওলি উল্লাহ

ইফতা বিভাগ

Islamic Online Madrasah(IOM)

সমাপ্ত